# আকাশ বাড়িয়ে দাও

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

# আকাশ বাড়িয়ে দাও

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

# আকাশ বাড়িয়ে দাও

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

জ্ঞানকোষ প্রকাশনী

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

©
লেখক

প্রথম প্রকাশ ঃ জানুয়ারি, ১৯৯৬ ইং
দ্বিতীয় মুদ্রণ ঃ জুলাই, ১৯৯৮ ইং
তৃতীয় মুদ্রণ ঃ সেপ্টেম্বর, ২০০৩ ইং
চতুর্থ মুদ্রণ ঃ জুন, ২০০৯ ইং
পঞ্চম মুদ্রণ ঃ সেপ্টেম্বর, ২০১২ ইং

**প্রকাশক**
শরীফ হাসান তরফদার
জ্ঞানকোষ প্রকাশনী
৩৮/২-ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

**প্রচ্ছদ**
আহসান হাবীব

কম্পোজ
নূশা কম্পিউটারস
৩৪ আজিমপুর, ঢাকা-১২০৫

**মুদ্রণে ঃ**
**নোভা প্রেস এন্ড পাবলিকেশনস্**
১৫/বি, মিরপুর রোড, ঢাকা-১২০৫
ফোন ঃ ৯৬৬৭৯১৯

ISBN : 984-70277-0044-2

**মূল্য : ১০০.০০ টাকা মাত্র।**

আমিনের ঘরটা বেশ বড়। সামনে পিছনে বারান্দা, তার চারিদিকে খোলা ছাদ। ছাদে ওঠার সিঁড়ির দরজাটা বন্ধ করে দিলে গোটা পৃথিবী থেকে এ ঘরটি আলাদা হয়ে যায়। আমিনের আব্বা দোতলাটি শেষ করে ভাড়া দেবেন ঠিক করেছিলেন। দেশ স্বাধীন হবার পর হঠাৎ করে বাজার থেকে সিমেন্ট উধাও হয়ে যাওয়ায় আর সেটি করতে পারছেন না। কাজেই সমস্ত দোতলায় আমিনের একমাত্র ঘরটা সব সময় খোলামেলা। এখানে সব সময় বাতাসের হুটোপুটি, এটি সব সময় নির্জন।

এখন রাত গভীর হয়ে এসেছে — জ্যোৎস্নার ফুটফুটে আলোতে চারদিক আলোকিত। আমিনের ঘরের ভারী পর্দা টেনে দেওয়া, তাই ভিতরে অন্ধকার গুঁড়ি মেরে আছে। আমিনের চওড়া বিছানায় পা ছড়িয়ে দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে আছে বাবুল, হাতে কাঁচের গ্লাসে দেশী মদ। ঝাঁঝালো কটু গন্ধে ঘরে টেকা দায়। নিরীহ মদের বোতলটিতে ছিপি লাগানো — টেবিলের উপর রাখা। আমিন ইজি চেয়ারে হেলান দিয়ে পা তুলে দিয়েছে টেবিলে, বইয়ের ওপর। তার হাতের সিগারেটে লম্বা ছাই জমেছে। সিগারেটের ধোঁয়া বের হবার পথ না পেয়ে ঘরের ভিতরেই পাক খেয়ে বেড়াচ্ছে।

বাবলু হাতের গ্লাসটা খালি করার পর আমিন বলল, আর খাবেন না বাবুল ভাই।

বাবুল একটু হেসে পরিষ্কার গলায় বলল, কেন?

বাংলা মদ ভারি খারাপ — বমি করে কূল পাবেন না।

আমার অভ্যাস আছে, বাংলা বিহারী সব খেতে পারি।

খেতে আর কি, সবাই পারে। পরে দেখবেন, মনে হবে, শরীর, জামা-কাপড় হাত-পা থেকে গন্ধ বের হচ্ছে।

বাবুল হাসি হাসি মুখে আরেকটু ঢেলে নিল। বলল, কিন্তু আজ পুরো বোতল খেয়ে আউট হয়ে যাব ঠিক করে এলাম যে! কতদিন পরে দেখা তোমার সাথে!

আমিন সিগারেটের টুকরোটা মাটিতে চেপে ধরে বলল, তাই বলে বাংলা দিয়ে সেলিব্রেট করবেন?

কি করব বল, বাবুল শুকনো মুখে বলল, হাতে একেবারে পয়সা নেই। ধার করে কিনলাম এটা। তোমার সাথে দেখা না হলে কোথায় বসে যে খেতাম!

আমি আরো ভাবলাম কতদিন পরে দেখা, গল্প-টল্প করব। তা যেভাবে বোতল খাচ্ছেন — বোর হয়ে গেলাম আমি। বসে বসে বোতল খেতে দেখা যায় নাকি?

BanglaBook.org

খাও না, তুমি খাও — বাবুল সোজা হয়ে বসে ব্যস্ত হয়ে আরেকটা গ্লাস খুঁজতে লাগল।

মাথা খারাপ? আমিন বাধা দিল, বাসায় বসে আমি বাংলা খাব? একবার এক সপ্তাহ লেগেছিল আমার ঠিক হতে। বাথরুমে, লেট্রিনে, বিছানায়, ডাইনিং টেবিলে যেখানেই যাই বাংলার গন্ধ। হ্যাক থুঃ।

বাবুল হাসিমুখে শুনছিল, বলল, গন্ধটা একটু খারাপ, ঠিকই বলেছ। তোমাকে নিয়ে আজ বারে যেতাম। শুধু পয়সা নেই বলে —

আমিন একটু দুঃখ দুঃখ স্বরে বলল, মদ খাওয়া ভালই শিখেছেন আপনি। ভাবলেন ভাল মদের জন্যে আফসোস করছি —

বাবুল একটু নড়ে চড়ে সোজা হয়ে বসে খালি গ্লাসটা টেবিলে রেখে দিল। অপ্রস্তুত হয়ে বলল, তাই তো! আমি কি ভেবে ধারণা করে নিলাম তুমি ঠিক আমার মত হয়েছ? আমি তোমাকে ডিস্টার্ব করছি না তো!

একটু করছেন — নিশ্চয়ই টের পাচ্ছেন।

ঠিক আছে, আর করব না, এই দেখ বোতলটা ভেঙে ফেলছি —

আস্তে, আস্তে, ঘরে ভাঙবেন না। পরে কৈফিয়ত দিতে দিতে বারটা বাজবে। আমার হাতে দেন।

বোতলটা হাতে নিয়ে আমিন বাইরে ছাদে এসে দাঁড়াল। পিছে পিছে বাবুলও বের হয়ে এলো। রেলিংয়ের পাশে দাঁড়িয়ে আমিন চারদিকে তাকায়। সামনে জ্যোৎস্নালোকিত রাস্তা। রাত গভীর হওয়ায় নির্জন। আমিন বোতলটা ছুঁড়ে মারল — উপরে উঠে পাক খেয়ে রাস্তায় পড়ে বোতলটা সশব্দে ফেটে গেল।

আহ্! দারুণ শব্দ হল তো! বাবুলের চোখ চক চক করতে থাকে, আর বোতল আছে?

কি করবেন?

ফাটাব।

আমিন শব্দ করে হেসে উঠল। বলল, নাহ্! আমি কি আর রেগুলার বোতল খাই!

না, অন্য বোতল। এই ধর ওষুধের শিশি, ভিনেগারের থাকতে পারে। আসেন, খুঁজে দেখি।

খুঁজে খুঁজে ওরা কয়টা ছোট-বড় বোতল আর গোটা কয়েক ফিউজড বাল্ব পেল। রেলিংয়ের পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওরা সেগুলি একটা একটা করে ছুঁড়ে মেরে ফাটাতে লাগল। ফটাস্ করে ফেটে যাবার শব্দ শুনে কেমন জানি একটা অস্বস্তিকর আরামবোধ হয়, ইচ্ছে করে আরো কিছু ভেঙে-চুরে শেষ করে দিতে। ভাঙার মত আর কিছু নাই, তাই ওরা খোলা ছাদে হেঁটে বেড়াতে লাগল। একসময় দুটি চেয়ার টেনে এনে রেলিংয়ে পা তুলে দিয়ে ওরা আরাম করে বসল। বাইরে চমৎকার বাতাস।

BanglaBook.org

ঘরের ভিতরের গুমোটে কিভাবে এতক্ষণ বসেছিল ভেবে দুজনেরই অবাক লাগে। চাঁদের আলোতে একটা কোমলতা আছে, অন্য কোথাও যেটা খুঁজে পাওয়া যায় না। তুলনামূলক একটা কিছু খুঁজে বের করতে গিয়ে আমিন একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে।

বাবুল হঠাৎ ছটফট করে উঠে বসল, সিগারেট আছে তো?

আছে।

কয়টা?

অনেক, সারা রাত খেতে পারবেন।

বাবুল আবার আরাম করে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল। পা ছড়িয়ে দিল রেলিংয়ে। বলল, একবার সারারাত বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে সিগারেটের জন্য যা অবস্থা হয়েছিল — কি বলব!

কবে?

যুদ্ধের সময়।

ছিল না সিগারেট?

ছিল, পকেটেই ছিল কিন্তু খেতে পারছিলাম না। এমবুশ করেছিলাম তো! স্পষ্ট দেখলাম কয়েকটা রাজাকার সিগারেট ধরাল, অথচ আমরা বৃষ্টিতে ভিজছি।

আমিন হাসল, অপারেশনের পর যখন ধরালেন তখন কেমন লাগল?

ধরাব কেমন করে? সব ভিজে ড্যাম্প। আর তখন কি সিগারেটের কথা মনে আছে? খানিকক্ষণ চুপচাপ থেকে বাবুল বলল, সেবার একসাথে যত ছেলে মারা পড়ল, পরে সব মিলিয়েও তত মারা যায়নি। আর জান, ছোট্ট একটা ভুলের জন্য ওটা হয়েছিল।

বাবুল সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে চোখ বন্ধ করে বলল, ভুলটা কার জান?

কার?

আমার। আমি বলেছিলাম প্রথম গুলিটা করব আমি। তারপর দুপাশ থেকে — থেমে গিয়ে হাত ঝটকা মেরে বাবুল হঠাৎ উঠে বসল। ক্ষুব্ধ স্বরে বলল, ছেড়ে দাও ওসব — ভাল্লাগে না। ঘটনাটা মনে হলে এতো খারাপ লাগে! — আমিন বাবুলের মুখের দিকে তাকিয়ে চুপচাপ বসে রইল। যুদ্ধের এই নয় মাসে কত মানুষের মনে যে কতো অপরাধবোধ জমা হয়েছে তার সীমা নেই।

আপনার বড় ভাই কিভাবে মারা গেছেন? প্রশ্নটি করে আমিন বুঝতে পারে, এটি জিজ্ঞেস করার ওর কোন ইচ্ছে ছিল না। ও জানতো, বাবুলের বড় ভাই মিলিটারীর হাতে মারা গেছেন — মৃত্যুসময়কার খুঁটিনাটিতে ওর উৎসাহ নেই। তবু কিভাবে জানি প্রশ্নটি জিজ্ঞেস করে ফেলেছে।

বাবুল বলল, আমি ঠিক জানি না। আমি তখন আগরতলা ক্যাম্পে। খানিকক্ষণ চুপচাপ থেকে নিজের থেকেই বলল, মিলিটারীর হাতে সব মৃত্যুই তো এক রকম। কোথাও দাঁড় করিয়ে ট্রিগার টেনে ধরে ট্যাট-ট্যাট ট্যাটাট্যাট, ব্যাস, খতম! বাবুল

BanglaBook.org

ডান হাতে চুটকি বাজিয়ে আমিনের দিকে তাকিয়ে একটু হাসল নিস্পৃহভাবে।

আমিন কেন জানি একটু রেগে উঠল। বলল, বাবুল ভাই, আপনি বোঝাতে চাইছেন আপনার ভাইয়রে ডেথ আপনি খুব সহজভাবে নিয়েছেন?

সিওর! বাবুল কাঁধ ঝাঁকালো, আমি তখন এমন অবস্থায় —

দেখেন বাবুল ভাই, আপনাকে আমি খুব ভালভাবে চিনি। আপনার সাথে আমার ফ্রেণ্ডশীপ হয়েছে ঐ একটা কারণে, আপনাকে আমি খুব ভাল বুঝতে পারি। আমি খুব ভাল করে জানি, আপনার ভাইয়ের ডেথ আপনাকে যতটুকু এফেক্ট করেছে, আপনার ভুলের জন্যে মারা যাওয়া ছেলেগুলিও আপনাকে ততটুকু এফেক্ট করেনি।

প্রতিবাদ করার জন্যে বাবুল লাফিয়ে উঠে বসল, কিন্তু আমিনের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ কেন জানি থেমে গেল। তারপর খুব আস্তে আস্তে বলল, ঠিকই বলেছ — তুমি সত্যি আমাকে বুঝতে পার!

বাবুল অনেক সময় নিয়ে একটা সিগারেট ধরালো। ছোট ছোট কয়েকটা টান দিয়ে আস্তে আস্তে বলল, আমার দাদা যে আমার কাছে কতখানি ছিল কেউ জানে না — বোধহয় দাদা নিজেই জানত না! তুমি তো দেখেছ, আমি কেমন অহংকারী — ছেলেবেলা থেকেই আমি এরকম। যেসব লোক দেখতাম, বরাবর দেখে এসেছি, আমি তাদের থেকে সব দিক দিয়ে ভাল। আমি ভাল ছাত্র, ভাল স্পোর্টসম্যান, ভাল গাইতে পারি, চেহারাও ভাল — মোট কথা, আমি সবার থেকে সুপিরিয়র। আমি ছাড়া আর সবাইকে মনে হতো কাপুরুষ, নির্বোধ, আত্মকেন্দ্রিক, না হয় মেন্টালী ইমম্যাচিওর্ড। শুধু আমার দাদাকে দেখে আমি মুগ্ধ হতাম। বাবাকে মনে নেই, খুব ছোট থাকতে মারা গে'ছেন — দাদা আমাদের মানুষ করেছে, নিজে মানুষ হয়েছে। কি যে অদ্ভুত তার চরিত্র — তোমাকে তো কতবার গল্প করেছি। আমি আমার জীবনে দাদার মত একটি নিখুঁত ভাল মানুষ দেখিনি। ছোট থাকতে সবাই যখন নিজেদের বাবাদের নিয়ে গর্ব করত, আমি তখন আমার দাদাকে নিয়ে গর্ব করতাম। বড় হয়ে সবাই আবিষ্কার করল, তাদের বাবারা সবাই হচ্ছে বোগাস — শুধু আমি বুঝতে পারলাম, আমার দাদা হচ্ছে একটা খাঁটি মানুষ — ঋষি বলতে পার। সবচেয়ে আশ্চর্য তার নলেজের ডেপথ। এত পড়াশোনা করতেন যে বিশ্বাস করা যায় না। কি সুন্দর চেহারা ছিল! চোখ দুটি কি ঝকঝকে! আমাদের ভাবি স্নেহ করতেন, যদিও কখনও প্রকাশ করতেন না —!

বাবুল চুপ করে সিগারেট টানতে লাগল, তারপর আস্তে আস্তে বলল, ইণ্ডিয়া বসে যখন খবর পেলাম দাদাকে মেরে ফেলেছে, তখন যা দুঃখ পেয়েছিলাম, তোমাকে বোঝাতে পারব না। শুধু একটা অস্বাভাবিক অবস্থায় ছিলাম বলে নিজেকে সামলে নিয়েছিলাম। নিজেকে বোঝাতাম, পৃথিবীর সবাইকে একবার-দু'বার করে এই দুঃখ সহ্য করতে হয়, আমাকেও করতে হবে, সময় পার হয়ে গেলে আমার দুঃখও কমে আসবে — তখন কিন্তু বিশ্বাস হতো না। আমি দাদার মৃত্যুদৃশ্য কল্পনা করে

BanglaBook.org

নিয়েছিলাম — দার্শনিকের মতো উদাসীনভাবে মৃত্যুকে মেনে নিয়ে রাইফেলের নলের সামনে দাঁড়াচ্ছেন!

যখন দেশ স্বাধীন হল, বাড়িতে ফিরে গেলাম। আস্তে আস্তে সব শুনতে পেলাম, কখন কিভাবে দাদাকে মেরেছে — এই সব!

বাবুল একটু দম নিল, সিগারেটে দুটো টান দিল উত্তেজনা ঢাকার জন্যে। তারপর বলল, দাদাকে মেরেছে আমার জন্যে। আমি মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিতে গেছি খবরটা জানি কিভাবে বের হয়ে গিয়েছিল। মিলিটারীরা যখন দাদাকে ধরে নিতে আসে তখন দাদা নাকি পাগলের মত আমাকে গালিগালাজ করেছেন — আর্মী ক্যাপ্টেনের পা জড়িয়ে ধরছেন, হাউমাউ করে কাঁদছেন প্রাণ ভিক্ষা দেবার জন্যে — ওদের কথা দিচ্ছেন যেভাবে পারেন আমাকে ধরে এনে ওদের হাতে তুলে দেবেন। চিন্তা কর!

আমিন অস্বস্তিতে নড়েচড়ে বসল।

দাদার পরনে তখন লুঙ্গি আর গেঞ্জি। সেইভাবে তাকে ওরা ধরে নিয়ে গেল। মুখ-চোখ পানিতে নোংরা, নাক দিয়ে পানি ঝরছে আর দাদা একটানা প্রাণভিক্ষা চেয়ে যাচ্ছেন, আমাকে গালিগালাজ করছেন, বলছেন, আমি তার ঘোর শত্রু, আমাকে ধরিয়ে দেবেন, তিনি খাঁটি মুসলমান, তিনি পাকিস্তানকে মনে-প্রাণে ভালবাসতেন — এইসব।

নদীতীরে ওরা দাদাকে গুলী করে মারল। আমি ডিটেলস জানি, কিন্তু বলব না, তোমার খারাপ লাগবে শুনতে। যাই হোক, দাদার লাশ ভেসে গেল নদী দিয়ে — কয়েক মাইল দূরে চরে আটকে গেল। বাড়িতে লাশ দাফন-কাফন করানোর মতো কেউ ছিল না — সেটি সেখানে ধীরে ধীরে ডিকম্পোজ করে গেল। আশেপাশের গ্রামের লোকেরা বলছিল, দাদার কপালে নাকি আরবী লেখা ভেসে উঠেছিল —

আরবী লেখা?

অনেক চিন্তা করে বুঝতে পেরেছি ব্যাপারটা। কপালে মানুষের স্কালের জোড়াটা দেখেছ? ঢেউ ঢেউ — এবড়োখেবড়ো। দূর থেকে দেখলে আরবী লেখার মত দেখায়। ডেডবডি ডিকম্পোজ করে যখন কপালের চামড়া উঠে গিয়েছিল তখন সেগুলি দেখা যাচ্ছিল আর মনে হচ্ছিল আরবী লেখা!

ও! আমিন কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, আপনি আমাকে এতসব কথা বললেন কেন?

জানতে চাইলে।

আমি এইসব জানতে চেয়েছি? আর যদি চেয়েও থাকি — সেটা আমার কৌতূহল। কিন্তু বলাটা তো আপনার ইচ্ছে।

তাহলে বোধহয় মদের এফেক্ট। বাবুল আমিনের দিকে তাকিয়ে হাসল।

না। আপনি আসলে আপনার দুঃখটা ভাগাভাগি করতে চাইছেন।

এক্সাক্টলী। তবে এটা দুঃখ না, লজ্জা। এইটুকু পার্থক্য।

BanglaBook.org

না বাবুল ভাই। এতে লজ্জার কিছু নেই। আপনি পুরো ঘটনাটা এনালাইসিস করে দেখেন — আপনার দাদার এই দুর্বল সাইডটা কেউ জানতে পারত না যদি না এখানে এই যুদ্ধ শুরু হত। সবাই কি আর ভায়োলেন্সকে সহ্য করার ক্ষমতা নিয়ে জন্মায়? বাস্তব —

তুমি কি আমাকে সান্ত্বনা দিতে চাইছ?

আমিন অপ্রস্তুত হয়ে বলল, সান্ত্বনা দেব কেন?

আমি এ নিয়ে অনেক চিন্তা করেছি। তোমায় সান্ত্বনা দেয়ার দরকার হবে না! তোমার কথাটা ঠিক — সবাই সবকিছুর জন্যে না। কেউ কেউ বুদ্ধিজীবী হিসেবে চমৎকার কিন্তু ন্যাংটো বাস্তবে একেবারে যাচ্ছেতাই। আবার কেউ কেউ বাস্তব অবস্থায় চমৎকার, কিন্তু জ্ঞান-বুদ্ধির ধার ধারে না! যুদ্ধ-টুদ্ধ এইসব সবাইকে টেনে বাইরে নিয়ে এসে ভায়োলেন্সের মাঝখানে ফেলে দেয়। যারা সহ্য করতে পারে পারল — যারা পারে না তারা "ভীত কুকুরের মত সংকোচে সন্ত্রাসে " তারপরে কি যেন?

জানি না। আমার কবিতা মুখস্থ থাকে না।

এনি ওয়ে, একজন মানুষকে দিয়ে এটা বিচার করে লাভ নেই। এটা হচ্ছে একটা প্রসেস। এর ভিতরে অনেকটা ছোট ছোট উল্টাপাল্টা ঘটনা ঘটবে। সেগুলি ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ। ইন দা লং রান ওগুলির কোন মূল্য নেই।

বাবুল আরো অনেক কথা বলে গেল। আলাদাভাবে প্রত্যেকটা কথা যদিও অর্থবহ কিন্তু সব মিলিয়ে সেগুলি সঙ্গতিপূর্ণ কিছু নয়। আমিন অনেক চেষ্টা করে বুঝতে পারল, বাবুল আসলে বলতে চাইছে যুদ্ধোত্তর এই দেশে নীতিবোধের পরিবর্তন খুবই স্বাভাবিক — অন্যায় অপরাধবোধের স্কেলও এখন বদলে নেয়া দরকার। বাবুল এমনিতে খুব গুছিয়ে বলতে পারে, এখন পারছিল না। আমিন বুঝতে পারল আধবোতল বাংলা মদ এর জন্যে দায়ী।

একসময় হঠাৎ বাবুল উঠে দাঁড়াল, বলল, চল শুয়ে পড়ি — খারাপ লাগছে।

চলেন।

ঘরে ঢোকার পূর্ব মুহূর্তে বাবুল হঠাৎ আমিনের কাঁধ স্পর্শ করে বলল, শোন —

কি?

আমি আসলে মিছে কথা বলেছিলাম।

কি? আপনার দাদা —

না, বলেছিলাম না আমার কাছে পয়সা নেই?

হ্যাঁ, কি হয়েছে?

আসলে আমার কাছে সাতশ' টাকা আছে। বাবুল পকেট থেকে দুমড়ে যাওয়া কতকগুলি একশ' টাকার নোট বের করল। আমিন কি বলবে বুঝতে না পেরে বলল, কোথায় পেলেন?

BanglaBook.org

হাইজ্যাক করেছি।

হাইজ্যাক। আমিন সুইচ জ্বালালো। উজ্জ্বল আলোতে ঘর ভেসে গেল — তার মাঝে আমিন স্পষ্ট দেখতে পেল বাবুলের মুখে অপরাধবোধের ছায়া। বাবুল অল্প একটু হেসে বলল, আমি আসলে কিছুই করিনি। পুরো ব্যাপারটা করেছে নজরুলেরা — আমাকে সাথে রেখেছিল ব্যাপারটি কতো সহজ দেখানোর জন্যে। টাকা ভাগ করে আমার ভাগে পড়ছে সাতশ'! যখন নিয়েছি তখন মনে হয়েছিল এতে কোন অন্যায় নেই। বেআইনী টাকা এভাবেই আমাদের হাতে আসা উচিত। পরে এত খারাপ লাগতে লাগল — নিজেকে ছোটলোক মনে হতে লাগল, কি বলব! এক বোতল বাংলা কিনলাম খেয়ে আউট হবার জন্যে — ঐ টাকা ধরিনি, ঠিক করলাম, কাল ভোরে ওদের মুখে ছুঁড়ে মারব। এই সময় তোমার সাথে দেখা —

ভালই হল — মদ খাওয়ার একটা নিরিবিলি জায়গা পেলেন।

হুঁ। বাবুল দুর্বলভাবে হাসল।

কাল ভোরে সত্যি ওদের মুখে টাকা ছুঁড়ে দেবেন?

তখন ভেবেছিলাম পারব — এখন বুঝেছি পারব না। লোভ ঢুকে গেছে — শুধু লোভ না — প্রয়োজনও।

বাবুল বিছানায় বসে আমিনের দিকে তাকাল। বলল, বাইরে বসে অন্যায় নীতিবোধ — ঐসব বড় বড় কথা বলছিলাম না? কারণ নিজেকে সান্ত্বনা দিচ্ছিলাম, হাইজ্যাকের টাকার ভাগ নেয়ার দোষ নেই, বোঝাতে চাইছিলাম। তখন হঠাৎ করে বুঝতে পেরেছি, আসলে আমি নষ্ট হয়ে গেছি — অন্যায়কে আর অন্যায় মনে হয় না।

আমিন ইচ্ছে করে শব্দ করে হাসল। বলল, তখনই বললাম বাংলা খাবেন না — এলকোহলের পার্সেন্টেজ বেশি। আমার কথা শুনলেন না — এখন সারারাত ঘ্যান ঘ্যান করে যাবেন। কাল ভোরে যদি এই কথাগুলি আবার বলতে পারেন বিশ্বাস করব, নইলে —

ঠাট্টা করো না। আমি কি বলছি আমি জানি।

বেশ। এবারে ঘুমোন।

দেশ স্বাধীন হবার সাথে সাথে আমি আলবামাতে চাল পেয়েছিলাম। তখন যাইনি, বুকের ভিতরে একটা দেশপ্রেম। দেশ স্বাধীন হল, এটা করব, ওটা করব, দেশ গড়ব। হায় রে দেশপ্রেম! — হ্যাক থুঃ। দুই বছরও হয়নি দেশটা পচে শেষ হয়ে গেল! ঘৃণায় মুখ বিকৃত হয়ে ওঠে বাবুলের, আর এ দেশে থেকে আমিও শালার শেষ হয়ে গেলাম!

আমিন সহজ গলায় বলল, অনেক হয়েছে। এবারে শুয়ে পড়েন। বাবুল শুয়ে পড়ল। খানিকক্ষণ চুপচাপ থেকে আমিন বলল, এখন থাকার দরকার কি? বাইরে চলে যান।

BanglaBook.org

তাই তো চেয়েছিলাম — বোধহয় পারলাম না।

চেষ্টা করেছিলেন? করেছি অল্প কিছু। তিনটা ইউনিভার্সিটিতে এপ্লাই করেছি — একটা থেকে রিগ্রেট লেটার পেয়ে গেছি। দুটির উত্তর আসেনি — তার মাঝে একটা হচ্ছে এম. আই. টি.। কাজেই ধরে নিতে পার ওটার কোন আশা নেই।

— কেন, নেই কেন? আপনার রেজাল্ট তো ভাল।

হলে কি হবে! ওরা রেজাল্ট থেকে রিকমেণ্ডেশানকে বেশি গুরুত্ব দেয়। আমি রিকমেণ্ডেশান নেবার জন্য আমাদের ডিপার্টমেণ্টের হেডের সাথে দেখা করলে বলেছেন কি জান?

কি?

বলেছেন — তোমাকে আমি রিকমেণ্ড করব কেন? এখন না হয় আমি পড়াশোনা করি না — কিন্তু অনার্সে আমি থার্ড হয়েছিলাম। আমাকে এ রকম বলবেন কেন?

শেষ পর্যন্ত করলেনই না?

জানি না — আমি ফর্মটা দিয়ে এসেছি! কি লিখবেন তিনিই জানেন। বাবুল একটু থেমে বলল, হয়তো লিখবেন, হি ইজ এন ইনটেলিকচুয়াল গুণ্ডা উইথ এপটিচুড এণ্ড পটেন্সিয়ালিটি সো এণ্ড সো —। তারপর শুকনো গলায় হেসে বলল, ফেড আপ।

আমিন বাতি নিভিয়ে দিয়ে বলল, আপনার কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছে, আজকাল ফ্রাস্ট্রেটেড তরুণদের নিয়ে যেসব অত্যাধুনিক নাটক লেখা হয় — তাদের কোন একটিতে ফ্রাস্ট্রেটেড হিরোর ভূমিকায় অভিনয় করছেন — অতি অভিনয়।

অন্ধকারেই বাবুল বিছানায় উঠে বসল, — আর যাই হোক, আমি কোনদিন ফ্রাস্ট্রেশানের ভান করব না। গুণ্ডা হব, হাইজ্যাকার হব, ইতর-বদমাশ হব, বাট নট ফ্রাস্ট্রেটেড — নেভার।

আমিন মনে মনে বলল, ভালই ধরেছে মদে। সাথে সাথে মনে হল, শুধুই কি মদ?

সকালে ঘুম থেকে উঠে আমিন দেখল অনেক বেলা হয়ে গেছে। বাবুল তখনো ঘুমাচ্ছে, ঘুম ভাঙতে দেরি হবে হয়তো। হাত-মুখ ধুয়ে এসে খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে শেষ পর্যন্ত সে বাবুলকে ডাকল। বাবুল সাথে সাথে ধড়মড় করে উঠে বসে চোখ বড় বড় করে বলল, কি? কি?

আরে। আরে। এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? ঘুম থেকে ওঠেন — হাত-মুখ ধুয়ে নাস্তা করেন।

ও। বাবুল চোখ খুটতে খুটতে বলল, যুদ্ধের কয়টা মাসে এমন অভ্যাস হয়েছে

BanglaBook.org

যে কেউ ঘুম থেকে তুললেই মনে হয় বুঝি আর্মির গানবোট ঘিরে ফেলেছে।

আগে জানলে কি আর ডেকে তুলি! নেহায়েত নয়টা বেজে গিয়েছে, তাই —

ঠিক আছে — ঠিক আছে। বাবুল উঠে বসল, বাথরুমটা কোন দিকে?

আমিন বাথরুম দেখিয়ে দিয়ে নিচে যায় নাস্তার ব্যবস্থা করতে। ওর ছোট ভাই টিপুকে বলল, তুই নিজে নাস্তা নিয়ে আসিস — আম্মাকে আসতে দিস না।

টিপু হাসতে হাসতে বলল কেন? ইথাইল এলকোহল?

তোর তাতে কি? যা বলি তাই কর।

ওপরে এসে দেখে, বাবুল গোসল সেরে কাপড় পরছে। কাপড়-চোপড়ে একটা বিবর্ণ ছাপ, জুতো জোড়া তালি-সেলাইয়ে কণ্টকিত — লক্ষ্মীছাড়া ভাব। আমিন জিজ্ঞেস করল, বাবুল ভাই, জুতোয় কালি করাবেন?

কালি করানোর জায়গাটা কোথায়? বাবুল উঠে গিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়ায়। চেহারা পোশাক লক্ষ্য করে বলে, যখন একা একা থাকি তখন কাপড়-চোপড় নিয়ে কিছু মনে হয় না। কিন্তু যখন তোমাদের পাশে দাঁড়াই মনটা খুঁত খুঁত করতে থাকে।

ও কিছু না। আম্মার ডাইরেক্ট কেয়ারে থাকি তো — কাপড়-চোপড় নোংরা হবার সময় পায় না। আপনার মতো হলে — হোস্টেলে থাকলে দেখতেন আমার অবস্থা।

হলে তো অন্য ছেলেরাও থাকে — কেমন চিকচিকে ভাব —

ওদের কথা আলাদা — ওদের জন্মই হয়েছে চিকচিকে থাকার জন্যে। বাবুলের বিরস মুখ দেখে আমিন বলল — আপনার পোশাকে যদি আপনার খুব আপত্তি থাকে তাহলে আমার একটা প্যান্ট পরতে পারেন। মনে হয় ঠিকই হবে। এই জীন্সেরটা?

নাহ। পরে ফেলেছি, আর খুলব না। আজ বরং কিছু কাপড়-জামা কিনব — টাকা যখন আছে।

আমিন বাবুলের দিকে তাকাল। বাবুল চোখ সরিয়ে নিয়ে একটা ছোট নিঃশ্বাস ফেলল।

খানিকক্ষণের মাঝেই টিপু নাস্তা নিয়ে এলো। বাবুলকে দেখে একগাল হেসে জিজ্ঞেস করল, বাবুল ভাই, আপনাকে অনেকদিন পর দেখলাম।

হ্যাঁ, তোমাকেও।

অনেক পাল্টে গেছেন —

বাবুল চমকে উঠলো, তারপর মোটা গোঁফে হাত দিয়ে বলল, হ্যাঁ, এটা আগে ছিল না।

ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে ওরা ওদের বন্ধু-বান্ধবদের পেয়ে গেল। লম্বা চুল, মুখে দাড়ি-গোঁফের জংগল, রংচংয়ে শার্ট পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মুখ-চোখে একটা উদ্ধত ভঙ্গি — ঠোঁটে লম্বা বিদেশী সিগারেট। আমিন আর বাবুলকে দেখে সবাই হৈ-চৈ খিস্তি শুরু করে দিল। নজরুলের গলা উঠল সবচেয়ে উপরে। ওদের টেনে নিয়ে নতুন

BanglaBook.org

একটা ছেলের সাথে পরিচয় করিয়ে দিল, এ হচ্ছে ইউছুফ, ইউছুফ খান। পান্জাবী খান না কিন্তু — বিলাতী খান ! স্কটল্যাণ্ড থেকে এসেছে। আর এ হচ্ছে বাবুল ওরফে মিঃ আশরাফ আহমেদ, অনার্সে ফার্স্ট ক্লাশ থার্ড। ম্যাট্রিক ইণ্টারমেডিয়েটে —

বাবুল নজরুলকে ধমক মেরে থামিয়ে দিয়ে ইউসুফের সাথে হ্যাণ্ডশেক করে।

আমিনের সাথে পরিচয় করিয়ে দেবার পর ইউসুফ আমিনের দিকে হাত বাড়িয়ে দেয়। হ্যাণ্ডশেক করতে গিয়ে বুঝতে পারে হাতটা তুলতুলে নরম, মেয়েদের মত কোমল আর ঘামে ভেজা। ছেলেটার অপূর্ব চেহারা, চমৎকার পোশাক আর মায়াবী বিষণ্ন দৃষ্টি সবকিছু থাকা সত্ত্বেও এক মুহূর্তে আমিন ওকে অপছন্দ করে বসল। শুকনো স্বরে বলল, আমার নাম ইসলাম, থার্ড ইয়ারে পড়ি — গ্লাড টু মিট য়্যু — গ্লাড টু মিট য়্যু — বলে ইউসুফ খুব কৃতার্থ হবার ভাব করল। বিদেশ থেকে এসেছে -- এদেশের তরুণদের মনে মনে সাংঘাতিক সমীহ করে। যারা কুড়ি বছর বয়সেই রীতিমত যুদ্ধ করেছে, বারুদের গন্ধ মানুষের রক্তের সাথে পরিচয় করেছে, ওদেরকে একটু সমীহ করে চলা, একটু অবাক চোখে দেখাই স্বাভাবিক। আমিন ইউসুফের এই কৃতার্থ হয়ে যাবার ভাবটা খুব উপভোগ করল। নজরুল ইউসুফের আরো পরিচয় দিল, ওর আব্বা বাংলাদেশ সরকারের খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ দফতর দখল করে আছেন — বাইরে ছিলেন এবং বাইরে থাকারই কথা ছিল, নেহায়েত সরকারের আমন্ত্রণে চলে এসেছেন। আমিন ইউসুফকে দ্বিতীয়বার দেখল — ওর আব্বাকে মনে মনে খুব পছন্দ করে কিন্তু ছেলেটাকে পছন্দ হল না। এ রকম একজন দারুণ বাপের ছেলে এ রকম তুলতুলে ভাল মানুষ?

ওরা বসে বসে সিগারেট টানছিল। সামনে দিয়ে ছেলে-মেয়েরা ক্লাশে যাচ্ছে, আসছে। আমিন লক্ষ্য করে, মেয়েরা হাসতে হাসতে কথা বলতে বলতে এগিয়ে আসছে কিন্তু ওদের কাছাকাছি এসে চুপ করে যায়। সন্তর্পণে জায়গাটা পার হয়ে আবার কথা বলতে শুরু করে। নজরুলের এই ছোট দলটা বিশেষ সুবিধের নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে এদের ভাল ছেলে হিসেবে সুনাম নেই। উদ্দেশ্যমূলকভাবে কোন মেয়েকে উত্যক্ত করে না — কিন্তু দল বেঁধে চুপচাপ একটি মেয়ের দিকে তাকিয়ে থাকাই একজন মেয়েকে বিব্রত করার জন্যে যথেষ্ট। আর মাঝে মাঝে একটি-দুটি যেসব কথাবার্তা ছুটে যাচ্ছিল সবগুলি ঠিক শোভন না। বলতে কি, আমিনের মাঝে মাঝে একটু খারাপই লাগে !

ঠিক এই সময়ে ওদের কাছাকাছি একটা মেয়ে বিক্সা থেকে নামল — চমৎকার চেহারা, ঝকঝকে পোশাক। — সাথে সাথে আমিন কয়েকটা চাপা উত্তেজিত শব্দ শুনতে পেল।

আ গেয়া —

দিলকে টুকরে ! আসমান কি চাঁদ !

পাগলুট করে দিল — দিলমে চাকু মার ডালা —

BanglaBook.org

নজরুল চাপা স্বরে একটা খিস্তি করল।

বাবুল নজরুলের ঘাড়ে চাঁটি মেরে বলল, সাহস থাকে তো সামনে গিয়ে বল না – – পিছনে বসে মুখ খারাপ করিস কেন?

নজরুল হাত জোড় করে দাঁত বের করে হাসল, মাফ করে দে দোস্ত — ঐ কাজটা পারব না! মেয়েদের দেখলেই আমার হাঁটু কাঁপে — চোখে চোখ রেখে কথা বলতে পারি না। বলিস তো স্টেন দেখিয়ে মুখ চেপে তুলে নিয়ে আসি — কিন্তু সামনা সামনি কিছু বলা? অ–স–ম্ভ–ব!

সবাই হেসে উঠল। বাবুল বলল, কে ঐ মেয়েকে গিয়ে বলতে পারবে, 'চুমু খেতে না দিলে সিনেমা দেখাব না'? কে পারবে?

ধূর! সেও কি কেউ পারে নাকি! নজরুল হেসে উঠল।

কে পারবে? বাবুল তবু সবার মুখের দিকে তাকায়। সবাইকে চুপ করে থাকতে দেখে বলল, পঞ্চাশ টাকা বেট — কে পারবে?

আমিন মেয়েটাকে লক্ষ্য করছিল, ফর্সা গায়ের রং, চমৎকার ধারালো চেহারা, রেশমের মত লালচে চুল আর সব মিলিয়ে আগুন আগুন ভাব। দেখলে বুকের ভিতর একটা জ্বালা ধরে যায়।

বাবুল আবার বলল, কেউ পারবে না? হেঃ। পঞ্চাশ টাকা!

রশিদ নামের প্রায় পেশাদার গুণ্ডাটি উঠে দাঁড়াল। কেন জানি আমিনের খুব খারাপ লাগল। ঐ বদ ছোঁড়াটি অমন চমৎকার মেয়েটাকে ওরকম একটা কথা বলবে? সে লাফিয়ে উঠে বলল, আমি যাচ্ছি।

রশিদ আপত্তি না করে চুপচাপ আবার বসে পড়ল — সে টাকার লোভে দাঁড়িয়ে পড়েও ঠিক সাহস পাচ্ছিল না। আমিন এগিয়ে গিয়ে ডাকল, এই যে শুনুন।

মেয়েটি একটু অবাক হয়ে ঘুরে দাঁড়াল। আমাকে বলছেন?

হ্যাঁ — শুনুন।

কি?

আমিন চোখ–কান বন্ধ করে কোনমতে বলে ফেলল, দেখুন, আমাকে আগে চুমু খেতে না দিলে আমি কিন্তু আপনাকে সিনেমায় নিয়ে যেতে পারব না।

মুহূর্তে মেয়েটার ফর্সা মুখ টকটকে লাল হয়ে উঠল। দাঁতে দাঁত চেপে বলল, কত টাকা বাজী ধরেছেন?

আমিন থতমত খেয়ে বলল, পঞ্চাশ।

মাত্র পঞ্চাশ টাকার জন্যে এতগুলি ছেলে মিলে একটা মেয়েকে অপমান করলেন? টাকার অভাব বেশি না টাকার লোভ বেশি?

আমিন অপমানে কালো হয়ে ফিরে এলো। সবাই তখন দাপাদাপি করে হাসছে। বাবুল সাথে সাথেই পাঁচটা দশ টাকার নোট আমিনের পকেটে গুঁজে দেয়। আমিনকে নিয়ে ঠাট্টা–তামাশার একটা উৎসব পড়ে গেলে।

BanglaBook.org

আমিন মেয়েটা সম্পর্কে খোঁজ নিল। নাম জেসমিন। স্বাধীনতার পর পাকিস্তান থেকে ওদের পরিবার পালিয়ে এসেছে। ওদের ডিপার্টমেন্টেই পড়ে, তবে এক ক্লাশ নিচে। ওর আব্বা বিমান বাহিনীর বড় অফিসার। বর্তমানে ইউনিভার্সিটির সব রোমিওরা জেসমিনের পিছনে ধাবমান!

সারাটা দিন আমিনের মনটা খারাপ হয়ে থাকে। মেয়েটি ওকে একটি ছোটলোক ভেবে বসে আছে অথচ জানলই না রশিদের মুখ থেকে ওরকম একটা কথা যেন ওর শুনতে না হয় সেজন্যেই ও এগিয়ে গিয়েছিল! নিশ্চয়ই সে ভাল ছেলে নয় কিন্তু মেয়েটি ওকে যতটুকু ভাবল ততটুকু খারাপ সে নয়।

BanglaBook.org

সপ্তাহখানেক পরে বাবুলের সাথে আবার আমিনের দেখা হল রাস্তায়। বাবুলকে চেনা যাচ্ছে না — চমৎকার নতুন জামা-কাপড়ে ঝকমক করছে। বুক পকেটে রাখা সিগারেটের প্যাকেটটা বিদেশী, গ্যাস লাইটারটা অত্যাধুনিক! আমিনকে দেখে বাবুল রিক্সা থামাল। জিজ্ঞেস করল, কই যাচ্ছ?

আমিন ঠিক কোথাও যাচ্ছিল না। একটি ছেলেকে খুঁজে না পেয়ে ফিরে আসছিল — এই মুহূর্তে ঘণ্টা দুয়েক সময় ওর উদ্বৃত্ত। বলল, কোথাও না।

তাহলে চল আমার সাথে।

চলেন — আমিন রিক্সায় উঠে বসল।

আপনি সেই যে উধাও হলেন আর দেখাই পেলাম না।

এখন থেকে পাবে, একটু সেটেল্‌ড হয়েছি।

হলে আগের রুমেই আছেন?

না — হল ছেড়ে দিয়েছি। ভাল লাগে না। একটা ভাড়াটে বাসায় আছি।

আমিন সন্তর্পণে ওর বিস্ময়টুকু গোপন করল। এখন একটি বাসার ভাড়া অন্ততঃ তিনশত টাকা। এত টাকা বাবুল কোথায় পাচ্ছে? খানিকক্ষণ চুপচাপ থেকে আমিন খুব উদাসীনভাবে জিজ্ঞেস করল, পাকাপাকিভাবে ধরলেন তা হলে?

কি?

হাইজ্যাকিং।

ও! বাবুল সরল মুখে হাসতে শুরু করল। ওর হাসিটি চমৎকার। বিদ্রূপ করে বা তিক্তভাবে ও হাসতে পারে না। যখনই হাসে আনন্দটুকু যেন চারদিকে ছড়িয়ে দেয়। হাসতে হাসতেই বলল — আসলে বাসাটি ভাড়া নিয়েছে নজরুল। আমাকে দয়া করে থাকতে দিয়েছে।

তাও ভাল। কি করবেন কিছু ঠিক করলেন?

এম. এসসি.-টা দিয়ে দিলে ভাল করতেন?

ভাল লাগে না।

নজরুল কি সারা জীবনই আপনাকে রাখবে?

যতদিন রাখে —

বসে বসে সময় কাটাতে খুব ভাল লাগছে?

খারাপ লাগছে না।

BanglaBook.org

আমিন একটু বিরক্ত হয়ে বলল, এইভাবে কথার উত্তর দিলে বলেন নেমে পড়ি। গুলিস্তান থেকে বাস পাব।

আহা-হা, রাগ করছ কেন? বাবুল আমিনের কাঁধ স্পর্শ করে বলল, আসলে তুমি জিজ্ঞেস করার পর আমি ভাবছিলাম সত্যি সত্যি আমি কি করব।

কি করবেন?

আমার এদেশে থাকার কোন ইচ্ছে নেই। যদ্দিন বাইরে যেতে না পারি কোনভাবে সময় কাটিয়ে দেবে।

কোনভাবে মানে?

মানে কোন কিছু না করে। তবে আমার অনেক টাকার দরকার — অল্প সময়ের ভিতর অনেক টাকা।

কি করবেন?

ঐ যে বললাম, দেশ ছেড়ে যাব। এখানে আমার সমস্ত ইন্টারেস্ট নষ্ট হয়ে গেছে। যদি একটা ন্যাকা প্রেমও কোথাও করে রাখতাম! আগে তবু পড়াশোনার একটা ঝোঁক ছিল — সেটা চলে গিয়ে একেবারে মারা পড়েছি।

রিক্সা পুরানা পল্টনের পাশ দিয়ে মতিঝিলের দিকে যাচ্ছিল। বিকেলে অফিস-ফেরৎ কেরানীরা বাস স্ট্যাণ্ডে দাঁড়িয়ে আছে, রিক্সা তাদের পাশ দিয়ে আরামবাগের দিকে মোড় নিল। খানিকদূর যেতেই বাবুল চেঁচাল, এই রিক্সা, সামনে হলুদ বাসাটার সামনে রাখ।

একতলা চমৎকার একটা ছোটখাট বাসা। বাবুল বাসাটার ইতিহাস শোনাল। বাড়িওয়ালার সাথে তিনমাস বিনেভাড়ায় থাকার কন্ট্রাক্ট নিয়ে নজরুল এর আগের ভাড়াটেকে ভয় দেখিয়ে তুলে দিয়েছে — ওরা নাকি ভাড়া নিয়ে গোলমাল করছিল।

আমিন হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করল, নজরুলকে তুলে দেবার কন্ট্রাক্ট কে নেবে?

না, তার দরকার হবে না। তুমি আসলে প্রফেশনাল গুণ্ডাদের আইডিওলজী জান না। একজন গুণ্ডা সাধারণতঃ কখনো কাউকে কোন কথা দেয় না। কিন্তু যদি দেয় তাহলে প্রাণ দিয়ে হলেও সে-কথা রাখে। তাদের আরেকটা বিশেষত্ব আছে। সেটা হচ্ছে, তারা স্বার্থ ছাড়া কারো কোন কথা শুনবে না কিন্তু যদি কখনো কাউকে বন্ধু বলে স্বীকার করে তার জন্য যা করতে হয় করবে।

তাই নাকি?

হ্যাঁ, প্রফেশনাল গুণ্ডাদের ধরনই এ রকম।

নজরুল কি প্রফেশনাল?

সিওর।

আপনি —

আমি ইনটেলিকচুয়াল গুণ্ডা।

BanglaBook.org

আর আমি?

তুমি? বাবুল হাসতে হাসতে বলে, তুমি এমেচার। চেষ্টা করে প্রফেশনাল হয়তো হতে পার, কিন্তু ইনটেলিকচুয়াল কখনও হতে পারবে না।

দু'জনেই হাসতে থাকে।

বাসার ভিতরে ঘরগুলির ভীষণ লক্ষ্মীছাড়া অবস্থা। অগোছালো, রুক্ষ আর নোংরা। দেখেই বোঝা যায় অনেকদিন এসব ঘরে কোন মেয়ের হাতের স্পর্শ পড়েনি। বিছানায় অজস্র এলোমেলো বই। আমিন নেড়েচেড়ে দেখল, বেশির ভাগই কবিতার। বাবুলকে দেখে বোঝা যায় না কিন্তু আসলে ওর কবিতার প্রতি ভারি একটা দুর্বলতা রয়েছে। আমিন নিশ্চিত যে, বাবুল লুকিয়ে নিশ্চয়ই একটা-দুটো কবিতা লিখে। মাঝে মাঝেই আমিনের যেসব কবিতা শুনতে হয় তার সবগুলিই যে বাবুলের ফেভারিট কবিদের লেখা এমন নিশ্চয়তা নেই। বিশেষ করে সে নিজে যখন কবিতার বিশেষ কিছু বোঝে না — তার কাছে কবিতা পড়ার আনন্দ হচ্ছে অর্থ বোঝার আনন্দ।

ওরা দু'জনে বসে চা খেল। সিগারেট খেতে খেতে কবিতা, সাহিত্য এইসব নিয়ে আলোচনা করল। বিকেলটা কাটল ভারি চমৎকার। সমান সমান মানসিকতা না হলে কখনই সময় ভাল কাটে না।

বাসায় ফেরার সময় আমিন অনেক কিছু ভাবল স্বাধীনতার পর পর ঘরে ফিরে এসে ও নিজের ভিতর অনেকগুলি পরিবর্তন টের পাচ্ছিল, যার অনেকগুলির স্বাভাবিক গতি ভয়ানক মারাত্মক। ঠিক এই সময়ে সে তার বন্ধুস্থানীয় কাউকে খুঁজে নিতে চাইছিল, যার সাথে সাথে থেকে ও সবকিছু সামলে নিতে পারে। বাবুলকে দেখে তাই তার আনন্দের সীমা ছিল না। কিন্তু বাংলা মদ খেতে খেতে বাবুলের সাথে তার সে রাতের সুদীর্ঘ আলাপের শেষে সে বুঝতে পারে যে, ও নিজেকে নিয়ে যেসব ভয় করছিল ঠিক সেগুলি বাবুলের ভিতর ঘটে গেছে। আমিনের শুধু মনে হচ্ছিল, বাবুল যদি খুব তাড়াতাড়ি এই দেশের বাইরে নতুন কোন পরিবেশে যেতে না পারে তাহলে আর কোনদিন স্বাভাবিক হতে পারবে না। আমিন সব মিলিয়ে ভারি অসহায় বোধ করে। বাসায় কেউ ওকে বুঝতে পারে না। পরিচিত সমবয়সী বন্ধু-বান্ধবদের মানসিকভাবে অপরিপক্ষ মনে হয়। একমাত্র বন্ধু বাবুলও কেমন জানি হয়ে যাচ্ছে। যুদ্ধের ক'য়টা মাসের নিদারুণ অভিজ্ঞতার চাপ আর বর্তমান মানসিক শূন্যতা ওকে দিশেহারা করে তুলেছে। সবকিছু থেকে হাত গুটিয়ে নিয়ে আমিন পড়াশোনাতে মন দিতে চাইছিল কিন্তু এতদিন যা হয়নি এবারে তাই হতে যাচ্ছে। আমিন শারীরিকভাবে খুব খুব দুর্বল বোধ করে, মনে হয় ওর শরীর ওর দায়িত্ব নিতে পারছে না। ডাক্তার দেখাবে দেখাবে করে আমিন ডাক্তারের কাছে যাচ্ছে না — আসলে ভিতরে একটা ভীতি জমে গেছে — মনে হয় ডাক্তার দেখালেই মারাত্মক কোন অসুখ ধরা পড়ে যাবে!

BanglaBook.org

সপ্তাহখানেক পর আমিন বাবুলের সাথে দেখা করতে গেল বাবুলের বাসায়। দরজা-জানলা বন্ধ। তবে কথাবার্তা শুনে বোঝা গেল ভিতরে অনেক মানুষ। আমিনের মনে হল আজ না এলেই হত। কুণ্ঠিতভাবে দরজা ধাক্কা দিতেই ভিতরে একটা অস্বস্তিকর নীরবতা নেমে আসল। একজন রুক্ষস্বরে জিজ্ঞেস করল, কে?

আমি।

আমি কে? রুক্ষ কণ্ঠস্বরটি ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বরে পাল্টে গেল।

আমি আমিন — কথা বলতে গিয়ে আমিন অপমানিত বোধ করে।

ও! দাঁড়াও — নজরুল এসে দরজা খুলে দিল। ভিতরে সিগারেটের ধোঁয়ায় চারদিক অন্ধকার! বিছানায় গোল হয়ে বসে আছে বিভিন্ন বয়সী ছেলে। কয়েকজনকে আমিন আগে কখনো দেখেনি। একপাশে বাবুল হাতে তিনটি তাস নিয়ে দর দর করে ঘামছে। সামনে স্তূপীকৃত টাকা — পাঁচটাকা আর দশটাকার নোটই বেশি, শ'চারেক টাকার কম হবে না। বাবুলের পাশেই একজন হালকা-পাতলা ছেলে বাম হাতে তিনটি তাস ধরে রেখেছে। তাসগুলি নামিয়ে রেখে বাম হাতেই পকেট থেকে একটা দশটাকার নোট বের করে সামনে ছুঁড়ে দেয়। বোঝা যাচ্ছে, আপাততঃ খেলাটা হচ্ছে বাবুল আর এই হালকা-পাতলা ছেলেটার ভেতর। আমিন স্বাভাবিকভাবেই বাবুলের পক্ষ সমর্থন করে। খানিকক্ষণ খেলা চলার পর খেলা চালিয়ে যেতে বাবুলের স্পষ্ট অনিচ্ছা দেখা গেল। কুড়ি টাকা ফেলে দিয়ে বলল, শো। হালকা-পাতলা ছেলেটা তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বাম হাতে তাসগুলি উল্টে দিল, ফ্ল্যাশ!

সাথে সাথেই বাবুলের চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। আছি — বলে চেঁচিয়ে উঠে। টাকাগুলি নিজের দিকে টেনে নেয়। ওর রানিং পড়েছে।

সবাই অল্প-বিস্তর কথা বলতে থাকে। তাস বেঁটে একজন সবাইকে ভাগ করে দিতে লাগল। বাবুল টাকাগুলি দলা পাকিয়ে উরুর নিচে চেপে রাখে। এক টাকার একটা নোট ছুঁড়ে দিয়ে বলল, বোর্ড। তারপর আমিনের দিকে তাকিয়ে হাসল। মিনিট দুয়েক হল লাক ফেভার করতে শুরু করেছে। আর কয়েক ড্রিল থাকলে হয়।

যারা জুয়া খেলে তারা কমবেশি সবাই কুসংস্কারে বিশ্বাস করে। যাত্রাদলের নায়কের মত চুলওয়ালা একটা ছেলে বিরস মুখে বলল, আমার এই শার্টটাই হচ্ছে কুফা। যেদিন পরে আসি সেদিনই লস খেতে হয়। আজ এর মধ্যে সাতশ বেরিয়ে গেছে —

নজরুল দাঁত বের করে হাসল — শার্টের দোষ দিস না। যে রকম গরুর মত খেলিস —

আবার খেলা চলতে থাকে। নজরুল হচ্ছে ভীতু খেলোয়াড়, কখনো এতটুকু ঝুঁকি নেয় না। তাই হারেও অল্প, জেতেও অল্প। অনেক সময় ভাল তাস নিয়েও অনেক আগে বসে পড়ে, স্টেপ বাড়ানোর সাহস পায় না। সে হিসেবে যাত্রাদলের নায়ক ভীষণ একগুয়ে। প্রত্যেকবার না দেখে খেলে যায় আর প্রত্যেকবার

BanglaBook.org

আজেবাজে তাস নিয়ে বসে পড়ে। নতুন খেলতে এসেছে। মনে করে, না-দেখে খেলাতেই পৌরুষ বেশি। কিন্তু এটিও তো খেলা, বুদ্ধি-কৌশল না খাটিয়ে শুধু শুধু ঝুঁকি নিয়ে কি লাভ আমিন বুঝে পায় না।

বাম হাতে যে ছেলেটি খেলে যাচ্ছে সে সিগারেট ধরাল ডান হাতে। আমিন লক্ষ্য করল, কি একটা বই অন্যমনস্কভাবে উল্টে দেখল ডান হাতেই কিন্তু খেলছে বাম হাতে। এক ধরনের উন্নাসিকতা যে জুয়া খেলবে বাম হাতে। কিন্তু সমস্ত কিছুর প্রতি ছেলেটি ঔদাসীন্য খানিকটা কৃত্রিম হলেও বড় আকর্ষণীয়। বড় বড় ব্যর্থতা বা সফলতার মুখে এতটুকু ছাপ ফেলে না। সে হিসেবে বাবুল ভীষণ স্পর্শকাতর — ওর মুখ দেখেই সবাই বুঝতে পারে হাতের তাস কি রকম। কখনো একদান জিতে যেতেই সে ছেলেমানুষের মত খুশি হয়ে ওঠে। আমিন অন্য দুজনকে লক্ষ্য করল, একজন ইউসুফ, যার বাবাকে বাংলাদেশের সবাই চিনে, অন্ততঃ যারা খবরের কাগজ পড়ে। অন্যজনের লম্বা চুল এবং চোখে রিমলেস চশমা। ছেলেটি যে সিগারেটটি টানছে সেটি হাতে বানানো এবং গন্ধ থেকে বোঝা যাচ্ছে আসলেও ওর ভিতরে রয়েছে গাঁজা। গাঁজা খেতে খেতে খেলে যাচ্ছে এবং বেশ ভাল খেলছে দেখে আমিন ভারি অবাক হল। আমিন নিজে খেয়ে দেখেছে, তাতে ওর চিন্তা করার ক্ষমতা শেষ হয়ে সবকিছু জট পাকিয়ে যায়।

ইউসুফকে দেখে আমিনের খুব মায়া হল। সে খেলছে খুব অস্বস্তি নিয়ে। বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে জুয়া খেলতে গিয়ে সে অপরাধবোধের যন্ত্রণায় ভুগছে — তার স্পষ্ট ছাপ পড়েছে চোখে-মুখে। খেলাতে প্রতিবারই হেরে যাচ্ছে অভিজ্ঞতার অভাবে এবং প্রতিবারই ভান করছে, এতে ওর কিছু আসে-যায় না। নজরুল অনবরত ইউসুফের খেলোয়াড়সুলভ মনোবৃত্তির ফালতু প্রশংসা করে যাচ্ছে আর ছেলেটা টাকা হেরে যাচ্ছে। এর মাঝে কত হেরেছে কে জানে!

বোর্ড থেকে পরেনটি টাকা নিয়ে একবার সিগারেট আনতে পাঠান হল চাটুকার ধরনের একজন ছেলেকে। সে দানটি হল নজরুলের এবং অনেকক্ষণ ধরে সে এই দানে বোর্ড থেকে টাকা তুলে নেয়ার জন্যে আফসোস করতে লাগল, না হয় সে এই পনেরোটি টাকাও পেত।

আমিন খেলা দেখতে দেখতে বেশ জমে গেল — স্পষ্ট বোঝা গেল বাবুল জিতেছে। চশমাওয়ালা ছেলেটাও জিতে চলেছে, তবে বাবুলের মতো অতোটা নয়। অন্য সবাই কমবেশি হেরেছে। বেশি হেরেছে যাত্রাদলের নায়ক আর ইউসুফ। আমিন মনে মনে হিসেব করে দেখল ইতিমধ্যে বাবুলের পেট থেকে দু'হাজার টাকা জেতার কথা।

ঠিক সাতটা বাজতেই খেলা বন্ধ হল। যাত্রাদলের নায়ক যতটুকু সম্ভব মুখ খারাপ করে অশ্লীল গালিগালাজ করতে করতে মোটর সাইকেল করে বেরিয়ে গেল। বাম হাতে তাস খেলছিল যে ছেলেটি সে ভদ্রভাবে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিল —

BanglaBook.org

ওর নাকি টিউশনিতে যাবার সময় হয়েছে। ইউসুফকে খুব বিবর্ণ দেখাচ্ছে। নজরুলকে এক পাশে ডেকে নিয়ে আস্তে আস্তে বলল, শ'দুয়েক টাকা ধার দেবে? কাল দিয়ে দেব।

নজরুল উচ্চস্বরে চেঁচিয়ে উঠল, আমি কোত্থেকে দেব? দেখলে না সব হেরে গেলাম? বাবুলকে বলে দ্যাখ —

বাবুল জিজ্ঞেস করল, কি?

ইউসুফকে শ'দেড়েক টাকা ধার দিতে পারবি?

সিওর! বাবুল পকেট থেকে দুমড়ানো কোঁচকানো নোট বের করতে থাকে। যে কেউ দেখলে বুঝবে এই টাকাগুলি কোত্থেকে এসেছে।

ইউসুফ চলে যাবার পর নজরুল দাঁত বের করে হেসে চোখ টিপে বলল, ভাল ছিল দেয়া গেছে ইউসুফ মিয়াকে।

উচিত না — আমিন মাথা নাড়াল — নতুন খেলতে এসেছে, ওকে তুলে দেয়া উচিত ছিল।

আরে চুপ কর। ওর বাপের যত টাকা! প্রতিদিন তিন পাত্তিতে হারলেও এক কণা শেষ হবে।

নজরুল এর পরে বাবুলকে ধরল চায়নীজ খাওয়ানোর জন্যে। বাবুল এক কথায় রাজি হয়ে গেল। জুয়ার টাকার প্রতি ওর এতটুকু মায়া নেই।

চায়নীজ রেস্টুরেন্ট থেকে বের হওয়ার সময় বাবুল আমিনকে বলল, তুমি বাসায় ফোন করে বলে দাও আজ রাতে বাসায় ফিরবে না।

আমিন জিজ্ঞেস করল, কেন?

বাবুল গলা নামিয়ে বলল, এখনো সতেরশ' টাকা রয়ে গেছে — খরচ করে ফেলব।

মানে?

ওদের বিদায় করা খুব সহজ হল না। যতক্ষণ বাবুলের পকেটে টাকা রয়েছে ততক্ষণ তারা তার কাছাকাছি থাকতে চাইছিল। বাবুল বেশকিছু টাকা দিয়ে ওদের বিদায় করল। ওরা স্কুটারে এয়ারপোর্টের দিকে চলে গেল — ওখানে বারে মদ খাবে।

আমিন ফোন করে বাবুলের সাথে বেরিয়ে এলো। ফুটপাতে দাঁড়িয়ে বাবুল সিগারেট ধরাল, তারপর লম্বা টান দিয়ে বলল, আজ রাতটা উপভোগ করব।

মানে?

উপভোগ মানে জান না? উপভোগ মানে ভোগ করা। আমার সাথে চল, তোমাকে রাতের ঢাকা দেখাব। দেখবে, মদ আর মাংস, রান্না করা আর জীবন্ত — বলে বাবুল হোঃ হোঃ করে হেসে উঠল।

যদিও বাবুলের চোখ শ্বাপদের মত চকচক করছিল কিন্তু ওর হাসিটি ছিল

BanglaBook.org

বরাবরের মত প্রাণখোলা সরল। আমিন বাবুলের এই হাসিটি দেখে মুগ্ধ না হয়ে পারে না।

আগামীকাল ভোরে আমিনের একটা টিউটরিয়াল পরীক্ষা কিন্তু কিছুতেই পড়ায় মন দিতে পারছিল না। একটু আগে ঠিক করেছে কাল পরীক্ষা দেবে না — সিদ্ধান্ত নেবার পর আমিন হঠাৎ করে খুব নিশ্চিন্ত আর হালকা বোধ করে। আলো নিভিয়ে সে জানলার কাছে এসে দাঁড়াল, ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়ছে বাইরে। মাঝে মাঝে আকাশে বিদ্যুত ঝিলিক দিয়ে উঠছে — মুহূর্তের জন্যে নীল আলোতে সবকিছু কেমন যেন অবাস্তব মনে হয়। আমিন একটা ছোট নিঃশ্বাস ফেলল। এমন দিনে মানুষকে তার স্মৃতিরা এসে চেপে ধরে। তার নিজের তেমন কোন স্মৃতি নেই। স্মৃতি বলতে ওর যুদ্ধের কয়েক মাসের ভয়াবহ নৃশংসতার স্মৃতি। এমন দুর্যোগের রাত হলেই কেমন একটা আশংকা ওর ভিতরে চেপে বসে। যদিও আমিন ভাল করেই জানে এই অহেতুক আশংকার কোন ভিত্তি নেই।

শব্দ করে কে জানি ওর ঘরে ঢুকল।

কে?

আমি — টিপুর গলার স্বর, বাবুল ভাই এসেছেন।

এত রাত্রে বৃষ্টির মাঝে? আমিন অবাক হয়ে বাতি জ্বালায়। বলল, এখানে পাঠিয়ে দে।

একটু পরে বাবুল উঠে এলো — মুখে কেমন যেন একটা চাপা খুশির ভাব। মদ খেয়ে এসেছে বলে সন্দেহ হল আমিনের। কিন্তু সন্তর্পণে গন্ধ নেয়ার চেষ্টা করে, সে রকম কিছু পেল না।

আজ রাতে এখানে থাকব, আমিন।

থাকেন।

খাব।

ঠিক আছে।

আমিনের কেন জানি মনে হল, বাবুল একটা কোন সংবাদ নিয়ে এসেছে। ধীরে ধীরে দিতে চাইছে, চমকটা বজায় রেখে। সংবাদটা কি হতে পারে বুঝে পেল না।

জান আমিন, আজ এম. আই. টি.-র চিঠি পেয়েছি। আমাকে একটা এসিস্টেন্টশীপ দিয়েছে।

আমিন চমকে উঠল, সত্যি এসিস্টেন্টশীপ? এম. আই. টি.-তে?

হ্যাঁ, বছরে সাড়ে চার হাজার ডলার, টিউশান ফ্রী। সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি থেকে সেশন শুরু। গোড়ার দিকে চলে যেতে হবে। বাবুল কথা শেষ করে একগাল হাসল।

আমিন একটু ঈর্ষা বোধ করে। এম. আই.টি.-র মত জায়গায় এসিস্টেন্টশীপ

BanglaBook.org

পাওয়া সোজা কথা না — তাও বাবুলের মত এ রকম খাপছাড়া ছাত্রের জন্যে। বাবুলের হাসিমুখের দিকে তাকিয়ে বলল, খুব খুশি হয়েছি বাবুল ভাই — আপনার থেকেও বেশি খুশি!

সত্যি?

না, আপনি যা ভাবছেন তা নয় — আপনার কৃতিত্বের জন্য খুশি হইনি — বরং তার জন্যে একটু হিংসাই হচ্ছে।

তাহলে খুশি হলে কি জন্যে ? বাবুল সরু চোখে তাকাল।

খুশি হয়েছি আপনি প্রাণে বেঁচে গেলেন বলে।

মানে?

আপনি আমার কাছে গোপন রেখেছেন, কিন্তু আমি ঠিকই খবর পেয়েছি, গত সোমবার গোপীবাগের হাইজ্যাকিংয়ে আপনি ছিলেন। যে লোকটা গুলি খেয়েছে তাকে গুলি করেছেন আপনি।

বাবুল ভীষণ চমকে উঠল, মুখ রক্তশূন্য হয়ে গেল কিন্তু কিছু বলল না। আমিন বলে চলল, আমি খুশি হয়েছি এজন্য যে, আপনাকে আর এসব করতে হবে না। একটু হেসে বলল, ওখানে পড়াশোনার ভীষণ চাপ — চাইলেও সময় পাবেন না। তা ছাড়া ওখানে নজরুল বা মামুন ভাই নেই যে ধরা পড়লে ছাড়িয়ে আনার গ্যারান্টি দেবে।

খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে আমিন শান্তস্বরে জিজ্ঞেস করল, আজকের পেপার দেখেছেন?

বাবুল মাথা নাড়ল, না।

আরো দুজন হাইজ্যাকারকে পাবলিক পিটিয়ে মেরে ফেলেছে, তেজগাঁতে। চেনেন নাকি? রফিক আর আসলাম?

বাবুল হিংস্রভাবে আমিনের দিকে তাকাল, কি বলতে চাইছ তুমি?

কিচ্ছু না!

তুমি — তুমি — বাবুল ক্ষিপ্ত হয়ে শুরু করে ঠিকই কিন্তু হঠাৎ একেবারে ভেঙে পড়ল। বিবর্ণ মুখে আস্তে আস্তে বলল, আসলে আমি খুব খারাপ সময় কাটাচ্ছি, বুঝলে আমিন? খুব খারাপ সময়। অনেক কিছু ঘটেছে যে সব আমি কাউকে বলতে পারছি না, তোমাকেও না! ওসব বলার মত না। আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম যে আমি একটা প্রফেশনাল ক্রিমিনাল হয়ে যাচ্ছি। কিন্তু আজ এম. আই. টি. থেকে চিঠিটা পাবার পর আমি একজন নতুন মানুষ হয়ে গেছি। আমেরিকা গিয়ে আমি সবকিছু গোড়া থেকে শুরু করব, অনেস্ট এণ্ড পিওর।

আমিনের মুখে সূক্ষ্ম একটা হাসি লক্ষ্য করে বাবুল ব্যস্ত হয়ে বলল, বিশ্বাস কর আমার কথা। তুমি আমার থেকে ছোট, তোমার বিশ্বাস-অবিশ্বাসে আমার কিছু আসা-যাওয়া উচিত না, কিন্তু তুমি বিশ্বাস করলে আমি শান্তি পাব। আসলে ভিতরে

BanglaBook.org

ভিতরে আমি এখনো খাঁটি —

আমিন বাধা দিল, আমি আপনাকে গোড়া থেকে বিশ্বাস করে আসছি, এত ব্যস্ত হবেন না।

হাইজ্যাকিংয়ের কথাটা সত্যি। আমি আরো দুটো হাইজ্যাকিংয়ে ছিলাম। নিজেকে বুঝিয়ে ছিলাম, এতে অন্যায় নেই — শেষের দিকে ন্যায়-অন্যায় নিয়ে মাথা ঘামাতাম না — একবারও মনেও হত না যে খারাপ কিছু করছি। কাউকে বলতে পারতাম না —

বাদ দেন ওসব কথা।

না না, তুমি শোন — মানুষের খারাপ অভিজ্ঞতা —

আমিনকে বসে বসে সবটুকু শুনতে হল। বাবুল তার অন্যায় অপরাধের খুঁটিনাটি নিখুঁত বিবরণ দিয়ে গেল — শুনতে শুনতে আমিনের অস্বস্তি হতে থাকে। এক সময়ে জিজ্ঞেস করে, ভয় করত না? যদি ধরা পড়ে জেল-টেল হয়ে যেত?

নাহ! ধরা পড়ার ভয় ছিল কিন্তু জেলের ভয় ছিল না। ধরা পড়লে মামুন ভাই ও. সি.-কে ফোন করে দিত আর সাথে সাথে লকআপ খুলে দেয়া হত। বরাবর যা হয়ে এসেছে।

আমিন বলল, ওসব চুকে-বুকে গিয়েছে ভাল হয়েছে। মাঝখান থেকে আমি অশান্তিতে ভুগতাম। এখন সব ভুলে যান।

হ্যাঁ, ভুলে যাব। সব ভুলে যাব। বাবুল একটা নিঃশ্বাস ফেলে সিগারেটের জন্যে হাত বাড়াল।

শুয়ে বাতি নিভিয়ে দিয়ে আমিন জিজ্ঞেস করল, কবে নাগাদ যাবেন?

আগষ্টের শেষ দিকে।

প্লেনের ভাড়া কত?

হাজার ছয়েক হবে হয়তো।

জোগাড় হয়েছে?

হয়ে যাবে। একটু থেমে বলল, আর না হলেই বা কি? নজরুলকে নিয়ে একদিন স্টেন হাতে বেরিয়ে পড়ব —

যদিও কথাটি বাবুল হাসতে হাসতে শেষ করেছে তবুও আমিনের কেন জানি মনে হল টাকার অভাব হলে বাবুল সত্যিই তাই করবে।

আম্মা আমিনকে জিজ্ঞেস করলেন, কি রে, তোর স্বাস্থ্য এত খারাপ হচ্ছেন কেন?

কই আর! আমিন গালে হাত বোলায় —

কি বলিস কই? চোয়ালের হাড় বেরিয়ে আসছে।

আমিন একটু অস্বস্তি বোধ করে। সন্তানের খারাপ হওয়া সম্পর্কে মায়েরা কী ভাবে কে জানে! মুখে বলল, ক'দিন দৌড়াদৌড়ি বেশি হয়েছে। একটু রেস্ট নিলে

BanglaBook.org

ঠিক হয়ে যাবে।

তোর মামাকে গিয়ে দেখালেই পারিস।

আবার যাব মামার কাছে। আমিন হাত নেড়ে ব্যাপারটা শেষ করে দিতে চায়।

আর ওসব একটু কম খেলেই পারিস। আম্মা মুখ শক্ত করে চলে গেলেন।

কোন্ সব? আমিন একটু আতংকিত হয়। ইদানীং সে অনেক কিছুই খাচ্ছে, কোন্টা সন্দেহ করলেন কে জানে! বোধহয় সিগারেটের কথাই বলছেন। ও ঠিক করল কাল থেকে সিগারেটের গোড়া পকেটে করে বাইরে নিয়ে ফেলবে।

বাথরুমে গিয়ে আমিন অনেকক্ষণ তার চেহারটা লক্ষ্য করে। সত্যি তার স্বাস্থ্য খারাপ হয়েছে। চেহারায় কেমন একটা বিবর্ণ অশুভ ছাপ। আমিন ডাক্তার দেখাবে ঠিক করল — হয়তো কিছুই হয়নি কিন্তু মেডিক্যাল চেকআপ করে নিশ্চিন্ত হয়ে নিতে তো আর দোষ নেই।

ক্লাশে গিয়ে আমিন বেশিক্ষণ থাকতে পারল না — মনটা বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে। ও জানত, বাবুল প্লেনের ভাড়া নিয়ে একটু ঝামেলায় পড়েছে। পাসপোর্ট পি-ফর্ম বা এনওসি-র ঝামেলা মিটে গেছে। এখন আর হাজার দুয়েক টাকা হলেই হয়ে যায়। ধার করে বা অন্য কোনভাবে টাকাটা জোগাড় করতে বাবুল কেন জানি কোন উৎসাহ দেখাচ্ছে না। আজ ভোরে বাবুল আর নজরুলকে একটু আড়ালে দাঁড়িয়ে চাপা স্বরে তর্ক করতে দেখে এবং একটা নীল ডাটসানে করে গোটা চারেক অস্বস্তিকর ছেলেটাকে এসে বাবুল আর নজরুলকে তুলে নিয়ে চলে যেতে দেখে আমিনের সন্দেহ হল, হয়তো ওদের কোন হাইজ্যাকিংয়ের মতলব আছে। রশীদকে মোটর সাইকেলে উঠতে দেখে নিঃসন্দেহ হবার জন্যে খুব শীতল স্বরে জিজ্ঞেস করল, কোথায় প্রোগ্রাম?

রশীদ ভীষণ চমকে উঠে বলল, কিসের প্রোগ্রাম?

রশীদ সরু চোখে তাকিয়ে রইল, আন্দাজ করার চেষ্টা করছে আমিন কতটুকু জানে। একটু ভীত স্বরে জিজ্ঞেস করল, কাউকে বলেননি তো?

দায় পড়েছে আমার। চলে যেতে যেতে বলল, আমি কেন্টিনে থাকব। মিটে গেলে একটু খবর দিও।

আচ্ছা — রশীদ ধুলা উড়িয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল।

কেন্টিনে আমিন খুব দুশ্চিন্তা নিয়ে বসে থাকল — একটা অঘটন না আবার ঘটে যায়! কয়েকজন বন্ধু-বান্ধব ওকে আড্ডায় টানতে না পেরে নিজেরাই এক পাশে জমে গেছে। আমিন একা একা সিগারেট টানতে থাকে।

দুটোর দিকে কেন্টিন খালি হয়ে গেল। আমিন টেবিলে পা তুলে দিয়ে একটা বই খুলে বসে রইল। রশীদের মুখে খবরটা শুনে নিশ্চিন্ত হয়ে বাসায় যাবে। কেন জানি ভারি দুশ্চিন্তা হচ্ছে।

BanglaBook.org

হঠাৎ করে রশীদকে মোটর সাইকেলে ছুটে আসতে দেখল আমিন। ছেলেটা দারুণ স্পীডে ছোটাছুটি করে। কাছে না এসে রাস্তা থেকে চেঁচাল রশীদ, আমিন ভাই, তাড়াতাড়ি —

আমিনের বুকটা ধ্বক্ করে উঠল! লাফিয়ে উঠে ছুটে গেল বাইরে। কেন্টিনের বেয়ারা দুর্বল স্বরে বলল, স্যার পয়সা?

হাত ঝাঁকুনি দিয়ে অস্থির স্বরে বলল, পরে।

আমিন এক রকম ছুটে রশীদের কাছে হাজির হল, কি খবর?

উঠে পড়েন পিছে। ধরা পড়েছে — পাবলিক ক্ষেপে গেছে!

আমিন রক্তশূন্য মুখে জিজ্ঞেস করল, কে কে ধরা পড়েছে?

বাবুল ভাই আর রানা — উঠে পড়েন পিছে তাড়াতাড়ি।

আমিন পিছে বসতেই রশীদ মোটর সাইকেল ছুটিয়ে নিতে লাগল। আমিন জিজ্ঞেস করল, কখন ধরা পড়েছে?

ঘণ্টা আধেক আগে।

কোন্‌খানে?

নওয়াবপুর রোডে। মামুন ভাইকে বলে এসেছি। পুলিশ এসে থাকলে হয়। পাবলিক ছাড়বে না কিছুতেই।

অল্প পথ। মিনিট দুয়েকেই এসে গেল ওরা। রাস্তাটা একটু বেশি ফাঁকা, মানুষের ভিড় নেই মোটে। দূরে দূরে অনেক লোক দাঁড়িয়ে আছে কৌতূহলী হয়ে। কারণটা বোঝা গেল সাথে সাথেই। রাস্তার মাঝামাঝি দুই হাত ছড়িয়ে শুয়ে আছে বাবুল। দেখামাত্র বুঝতে পারল আমিন, মৃত।

মোটর সাইকেল থামার আগেই লাফিয়ে নামল আমিন। রশীদের নিষেধ না শুনে ছুটে গেল হোঁচট খেতে খেতে।

গরম পীচঢালা রাস্তায় হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল বাবুলের পাশে। অনিশ্চিতের মত ছুঁয়ে দেখল বাবুলকে — এখনও উষ্ণ রয়েছে শরীর। অল্প হা করে আছে বাবুল — চোখের পাতা পুরো বন্ধ হয়নি, নিষ্প্রভ মণি দেখা যাচ্ছে। শার্ট ছিন্নভিন্ন, রক্তমাখা। পরনে প্যান্ট নেই, শুধু নীল রংয়ের একটা আণ্ডারওয়ার। এখানে-সেখানে রক্ত লেগে আছে এখনো ভাল করে জমাট বাঁধেনি।

আকাশের দিকে তাকিয়ে একটা চিৎকার করে সাদা পৃথিবীকে ভেঙেচুরে খান খান করে দিতে ইচ্ছে হল আমিনের —

BanglaBook.org

বাবুলের মৃত্যুর পর আমিন পুরোপুরি নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ল। সে আশা করছিল তার এই নিঃসঙ্গতা সাময়িক — শীঘ্রই অন্যান্য ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ে সে সব ভুলে যাবে। কিন্তু সে কিছুই ভুলল না — বাবুলের মৃত্যু-ঘটনা তাকে রাতদিন যন্ত্রণা দিতে লাগল। মৃত্যু সে কম দেখেনি — যুদ্ধের কয়টা মাস তাকে যে ভয়াবহ অভিজ্ঞতা দিয়েছে তাতে জীবন-মৃত্যুর সীমারেখা ছিল খুব অস্পষ্ট। মৃত্যু সম্পর্কে তার আধা-রোমান্টিক চিন্তা-ভাবনা দূর হয়েছে এই নৃশংস্য যুদ্ধেই। এপ্রিলের শেষ দিকে সেনাবাহনীর উৎপাত খুব বেড়ে গেলে সে ঢাকা থেকে পালিয়েছিল। যখন বাসা থেকে এক কাপড়ে পালিয়ে যায়, তখন সে ভেবেছিল, মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের এই পরিকল্পনা পুরোটাই তার রাজনৈতিক চেতনা থেকে জন্ম নিয়েছে। আসলে যে তার জন্যে এটি ছিল একটি সাময়িক আবেগ, সেটা বুঝতে খুব বেশি দেরি হয়নি।

আমিন তার মত সাতজন ছেলের সাথে ভারতে পালিয়ে যাবার পরিকল্পনা করেছিল। আজীবন সে শহরে মানুষ কিন্তু শহরের এই স্বস্তিকর জীবন ছেড়ে মুক্তিযুদ্ধের কষ্টকর আর অনিশ্চিত জীবনে ঝাঁপ দিতে তার একটা রোমাঞ্চকর অনুভূতি হচ্ছিল।

ওদের পরিকল্পনা মত প্রথমে ওরা টংগীর অদূরে একটা গ্রামে পৌছল। ঢাকা থেকে টংগীর এই পথটুকুই ছিল সবচেয়ে বিপজ্জনক। ঢাকা শহরে ওদের ঘোরাঘুরির উদ্দেশ্য মিলিটারীদের বোঝানো হয়তো সম্ভব, কিন্তু টংগী যাওয়ার উদ্দেশ্য কোন মিলিটারীকে বোঝানো ছিল অসম্ভব। সৌভাগ্যক্রমে ওদের পথে কেউ কিছু জিজ্ঞেস করল না।

এই গ্রামটি ছিল মিলিটারীর আওতার বাইরে। এখানকার মানুষদের নির্ভয়ে স্বাধীন বাংলা অনুষ্ঠান শুনতে দেখে আমিন খুব আমোদ পেল। প্রথমবারের মত মুক্তিবাহিনীর একটা ছোট দলকেও সে এই গ্রামেই দেখতে পেল। বাসার জন্যে তার অল্প মন খারাপ হলেও সে ইতিমধ্যেই নিজেকে সৈনিক ভাবতে শুরু করেছে।

এর পরের যাত্রাটুকু ছিল অপেক্ষাকৃত নিরাপদ। তিরিশ মাইলের মত তাদের হেঁটে যেতে হল। যদিও এরকম লম্বা রাস্তা আমিনের কিংবা তার বন্ধু-বান্ধবদের হেঁটে অভ্যাস নেই, তবুও তেমন একটা কষ্ট হল না। মেঘনার তীরে এসে তারা একদিন বিশ্রাম করল। রাতে নৌকায় তারা নদী পার হবে এবং এর পরের পথটুকু বেশির ভাগই যেতে হবে নদীপথে।

নৌকায় রওনা দেবার পর তাদের ভিতর বেশ হাসি-খুশির ভাব ফিরে এলো —

BanglaBook.org

ওরা ছাড়াও নৌকায় অন্য লোকজন ছিল। তারা নানান ধরনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার গল্প করতে লাগল। সিগারেট ধরিয়ে এবং চাপা গলায় গান গেয়ে আমিন তার বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে হাসি-তামাশা করে যেতে লাগল। রাত গভীর হওয়ার পর সবাই জড়াজড়ি করে শুয়ে পড়ল। মাঝি রমজান আলী বিশ্বস্ত লোক। এপথে সে নিয়মিত লোক পারাপার করে যাচ্ছে। মুক্তিবাহিনীর ছেলেদের জন্যে সে আন্তরিকভাবে পরিশ্রম করে। সে নিরাপত্তার আশ্বাস দেয়ার পর আমিনের চোখেও ঘুম নেমে এলো।

যখন ঘুম ভাঙল তখন তারা নদীতে টহলদানরত একদল মিলিটারীর হাতে ধরা পড়েছে। আমিনের ছেলেবেলার বন্ধু আহসান হতবুদ্ধি হয়ে পানিতে ঝাঁপ দিতেই গুলী করে তাকে ছিন্নভিন্ন করে দেয়া হল। মিলিটারী কয়টা রমজান আলী এবং তার মত বেশভুষার লোকগুলিকে নদীতীরে দাঁড় করিয়ে গুলী করে মেরে ফেলে দিল। এত অল্প সময়ে এতকিছু ঘটে গেল যে আমিন কিছুই বুঝে উঠতে পারছিল না।

এরপর কি ভাবে কি হল আমিন ঠিক বলতে পারে না। সে একটা ঘোরের মাঝে মিলিটারীর আদেশে মৃতদেহ ডিঙিয়ে স্পীডবোটে উঠেছে, আবার এক সময় স্পীডবোট থেকে নেমেছে, হেঁটেছে, গালি খেয়েছে, রাইফেলের ভয়াবহ বাঁটের আঘাত খেয়ে চোখে অন্ধকার দেখেছে। তার বুকের ভিতর এক ভয়াবহ হতাশা ছাড়া আর কিছু অবশিষ্ট ছিল না। ঢাকায় দোতলার অস্বস্তিকর ঘরের নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে যুদ্ধে যাওয়ার পরিকল্পনাটুকুর জন্যে সে নিজের উপরে প্রচণ্ড আক্রোশ অনুভব করছিল।

একটা বড় ঘরের বারান্দায় তাদের দাঁড় করান হল। কয়েকজন সেখানেই বসে পড়ল। হলুদ পাঞ্জাবি পরা একজন ছেলে ফিসফিস করে বলল, কোন অবস্থাতেই কেউ স্বীকার করবে না যে তোমরা ছাত্র আর ইণ্ডিয়া যাচ্ছিলে। জোর করে বলবে যে তোমরা পাকিস্তানী —

কথা বলার জন্যে তৎক্ষণাৎ রাইফেলের বাঁটের এক প্রচণ্ড আঘাতে ছেলেটার ঠোঁট ফেটে রক্ত বেরিয়ে এলো। বাম হাতে রক্ত মুছে ছেলেটা খুব কষ্ট করে হাসল। মনের জোর আছে — আমিন স্বীকার না করে পারল না।

ওদের সবাইকে এক এক করে একজন মেজরের সামনে নিয়ে যাওয়া হল। মেজরটির বয়স অল্প আর চেহারাটি অপূর্ব! কোন পুরুষ মানুষের চেহারা এত সুন্দর হতে পারে আমিন ধারণা করতে পারে না। মেজরটির জেরার সামনে সে তার ভুয়া পরিচয় টিকিয়ে রাখতে পারল না — অল্পক্ষণেই সব স্বীকার করে ফেলতে হল।

মেজরটি তার কাছে মুক্তিবাহিনীর ছেলেদের আস্তানা, নাম এইসব জানতে চাইছিল। আমিনের জানা থাকলে হয়তো বলে ফেলত। কিন্তু সে এসব কিছুই জানত না। কাজেই কথা বের করার জন্যে তাকে পাঠানো হল পাশের একটা ঘরে। তার আগে যাদের ঘরে নিয়ে আসা হয়েছে তাদের সবাইকে লম্বালম্বিভাবে দুই হাত আর দুই পা টান করে বাঁধা হয়েছে। আমিনকে ধাক্কা মেরে মাটিতে ফেলে দিয়ে এমন

BanglaBook.org

নিপুণভাবে বেঁধে ফেলা হল যে কোনদিকেই এতটুকু নড়ার উপায় থাকল না। এরপরে কি হবে আমিন আন্দাজ করতে পারছিল — ঘরের মেঝেতে শুকনো রক্ত — ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত নানা আকারের লোহার রড, বেত, লাঠি, দড়ির ফাঁস সবকিছু দেখেই বোঝা যাচ্ছিল এটা হচ্ছে একটা জল্লাদের আখড়া।

সবাইকে বেঁধে ফেলার পর অত্যাচার শুরু হল। প্রথমে রঞ্জু, সে ঢাকায় আমিনদের পাশের বাসায় থাকত। কি দিয়ে এবং কিভাবে মারছে আমিন দেখতে পাচ্ছিল না। কিন্তু রঞ্জুর অমানুষিক চিৎকার শুনে ওর হাত-পা শীতল হয়ে আসে। বেশিক্ষণ চিৎকার শুনতে হল না — এক সময় রঞ্জুর গলা দিয়ে একটা জান্তব গোঁ গোঁ আওয়াজ ছাড়া আর কিছুই বের হল না।

রঞ্জুর পরে কামাল, তারপর বকল। বকুলের পর হলুদ পাঞ্জাবি পরা সেই ছেলেটি। প্রত্যেক বারই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হল, একই রকম অমানুষিক রক্ত শীতল করা আর্তনাদ শুনে আমিনের স্নায়ু প্রায় বিকল হয়ে উঠল। যখন অতিকায় একটি মিলিটারী সেপাই তার পাশে দাঁড়িয়ে লোহার রডটিকে ঠুকে ঠুকে সোজা করছিল তখন সে শুধু তার হৃদস্পন্দন শুনতে পাচ্ছে। মিলিটারীটা তার কাছে দাঁড়িয়ে পিঠের শার্ট সরিয়ে লোহার রডটি উপরে তুলল — আর সাথে সাথে আমিনের সমস্ত শরীর প্রস্তুত হয়ে উঠল প্রথম আঘাতটির জন্য। তার সমস্ত সত্তা অপেক্ষা করছে, কখন আসবে সেই প্রথম আঘাত, কখন? কখন?

বাতাসে আগে একটু শব্দ হল। আর সেই মুহূর্তে পিঠে প্রচণ্ড আঘাতের সাথে সাথে আমিন বুঝতে পারল, সমস্ত বিশ্ব ফেটে চূরমার হয়ে গেছে — চোখের সামনে লাল পর্দা কাঁপতে লাগল, এক আঘাতে পিঠের মাংস থেঁৎলে ছিড়ে গিয়ে চারদিকে ছিটকে পড়ল। আমিন ওর শরীরের সমস্ত শক্তি জড়ো করে ভয়াবহ স্বরে আর্তনাদ করলে লাগল। চিৎকারে ওর গলা ভেঙে গেছে কিন্তু তবুও থামতে পারছে না। চোখ দিয়ে আগুনের মত গরম পানি বেরিয়ে আসল। বেঁধে রাখা হাত-পা ঝটকা মেরেছে ছিড়ে ফেলে মুক্ত হতে চাইল আমিন — কিন্তু বাঁধন আরো শক্ত হয়ে এঁটে বসল হাতে-পায়ে। ক্ষত-বিক্ষত পিঠে আবার আঘাত নেমে এলো। গলা শুকিয়ে গেছে, চিৎকারের ক্ষমতা নেই, আমিন তবু চিৎকার করে যেতে লাগল। বুক হা হা করছে, নিঃশ্বাস আটকে গেছে, চেষ্টা করেও আর নিঃশ্বাস নিতে পারছিল না। ঝাপসা চোখে একবার তাকাল — কিছু দেখছে না ও, আবার চোখ বন্ধ করল, সাথে সাথেই আবার আঘাত নেমে এলো — তারপর আবার — তারপর আবার — আমিন বিকারগ্রস্তের মত ভাবল — ও মরে যাচ্ছে না কেন? এখনো ও মরে শেষ হয়ে যাচ্ছে না কেন? এখনো ও বেঁচে আছে কেন?

আমিনের জ্ঞান হল প্রচণ্ড তৃষ্ণা নিয়ে। একটা অবাস্তব ঘোরের মাঝে ভিজে মাটিতে পড়ে আছে। চারদিক থেকে গানের আওয়াজ ভেসে আসছে, আর তার মাঝ থেকে কে যেন নির্দিষ্ট সময় পর পর কঁকিয়ে যাচ্ছে, পানি — পানি — পানি!

BanglaBook.org

আমিন কষ্ট করে তাকাল। একটা ম্লান আলোর মাঝে ওরা মেঝেতে উপুড় হয়ে পড়ে আছে, সবার এখনো জ্ঞান হয়নি। মাটি রক্তে ভিজে আছে। শরীর নাড়ানোর উপায় নেই, মনে হয় রক্ত-মাংস কেউ খুলে নিচ্ছে। আমিন নিজেকে দেখতে পাচ্ছিল না কিন্তু অন্যদের দেখে সে শিউরে উঠে চোখ বন্ধ করল। তৃষ্ণায় ওর বুক ভেঙে যেতে চাইছে। কাতর গলায় সেও চেঁচানোর চেষ্টা করল, পানি!

ঘরের আরেক পাশে একটা মাটির কলসী কাত হয়ে আছে — আমিনের মনে হল নিশ্চয়ই ওখানে পানি আছে। শরীর নাড়ানো যাচ্ছিল না, কিন্তু তৃষ্ণায় প্রায় উন্মাদের মত হয়ে উঠে সে নিজেকে হেচড়ে নিতে চাইল। অল্প একটু চেষ্টা করার পর পরিশ্রমে আবার ও জ্ঞান হারাল।

কিছুক্ষণ পরেই গানের আওয়াজ আর পানির জন্যে আর্তনাদ শুনে আমিন জেগে উঠল। গানের আওয়াজ আসছে চারপাশের মিলিটারী ব্যারাক থেকে, লুট করে আনা রেকর্ড প্লেয়ার, টেপ রেকর্ডারে উর্দু গান হচ্ছে। আমিনের ফেভারিট গান সব, অথচ এই মুহূর্তে এইসব গান-বাজনা কি অর্থহীন! তৃষ্ণায় মৃতপ্রায় হয়ে আমিন আবার এগিয়ে যেতে থাকে। মনে হল, কয়েক যুগ পরে সে কলসীর শীতল গায়ে হাত রাখল। মগটাতে পানি ঢেলে নিয়ে সে ঢক ঢক করে পানি খেল, তারপর ঐ কাদার মাঝে মাথা রেখে আবার অচেতন হয়ে পড়ল। এরপর মাঝে মাঝে ওর চেতনা ফিরে এসেছে, মাঝে মাঝেই অচেতন হয়ে পড়েছে। শেষের দিকে চারদিক সুমসাম নীরব হয়ে গেল, শুধু মাঝে মাঝে আর্তস্বর, গোঙানির আওয়াজ আর পানির জন্যে কাতর ধ্বনি শোনা যাচ্ছিল। বকুলের গলার স্বর আমিন চিনতে পারে — ওর ইচ্ছে করছিল বকুলের মুখে পানি দিয়ে আসতে কিন্তু সেটা ছিল একেবারেই অসম্ভব।

বকুলের একঘেঁয়ে চিৎকার আমিনের স্নায়ুর উপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করল। অনেকক্ষণ চেষ্টা করেও সহ্য করতে না পেরে সে শেষ পর্যন্ত মগে পানি ঢেলে বকুলের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। হাত তিনেক জায়গা যেতে অন্তত চল্লিশবার সে বিশ্রাম নিয়েছে কিন্তু শেষ পর্যন্ত যখন বকুলের মুখের কাছে আধমগ পানি তুলে ধরল তখন তার পাগলের মত পানি খাওয়াটুকু দেখে কেন জানি ওর চোখে পানি এসে পড়ল।

পিঠে দগদগে ঘা, প্রচণ্ড জ্বর আর সারা শরীরে অসহ্য যন্ত্রণা নিয়ে তারা প্রথম চব্বিশ ঘণ্টা কাটিয়ে দিল। তাদের কিছু খেতে দেয়া হয়নি এবং তারা ক্ষুধা অনুভব করেনি। পরের রাত্রিতে শুকনো একটা রুটি খাইয়ে তাদেরকে আবার সেই ঘরটিতে নিয়ে যাওয়া হল, একজন বাঙালী ডাক্তার তাদের ক্ষত পরীক্ষা করে সার্টিফিকেট দিলেন যে তারা আরো কিছুক্ষণ এই অত্যাচার সহ্য করতে পারবে। শুধুমাত্র বকুল রেহাই পেল অতিরিক্ত দুর্বলতার জন্যে, তবে তাকে বসে বসে এই অত্যাচার দেখতে হবে — হয়তো সেটি আরো যন্ত্রণাদায়ক।

যখন পাঞ্জাবী সুবেদারটি লোহার রড হাতে নিয়ে আমিনের দিকে এগিয়ে আসে,

BanglaBook.org

আমিন তার চোখে চোখ রাখার চেষ্টা করল, কাতর স্বরে বলল, খোদার কসম লাগে — গুলি করে মেরে ফেলেন, আল্লাহ ভাল করবে আপনার —

খামোশ! শালা গাদ্দার —

এবারে আমিন জ্ঞান হারাল অনেক তাড়াতাড়ি। গভীর রাতে সে টের পেল কে যেন তার মুখে পানি ঢেলে দিচ্ছে — তাকিয়ে দেখে বকুল। কানের কাছে মুখ এনে কি জানি বলল — ও ঠিক শুনতে পেল না।

বেশ অনেকদিন হয়ে গেছে — ওদের উপর অত্যাচার করাটা বন্ধ হয়েছে মাত্র অল্প কয়দিন হল। ওরা কথাবার্তা শুনে বুঝতে পেরেছে সবাইকে মেরে ফেলা হবে। রহমান ভাই — হলুদ পাঞ্জাবী পরনে সেই শক্ত ছেলেটি, সবাইকে কথাবার্তা বলে শান্ত রেখেছেন। এত চমৎকার কথা বলতে পারেন যে, শুনে মনে হয়, এইভাবে মিলিটারীর হাতে গুলী খেয়ে মারা গেলেও জীবনের একটা সুস্পষ্ট অর্থ রয়ে যাবে। আমিন নিজের সাথে তুলনা করে বুঝতে পারে যে, রহমান ভাই মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছেন রাজনৈতিক চেতনার জন্যে আর সে নিজে এসেছিল সাময়িক আবেগের বশে। তাই রহমান ভাই মৃত্যুর মুখোমুখি এসেও আশ্চর্য ধীর-স্থির — অথচ সে নিজে হতাশায় প্রায় বিকারগ্রস্ত।

হঠাৎ একদিন রাতের খাবারের পর ওদেরকে ফিরণী জাতীয় এক ধরনের খাবার দেয়া হল। ফিরণীর সেই নিরীহ বাটি দেখে বকুল ডুকরে কেঁদে উঠল। এই বন্দীজীবনে দীর্ঘকাল আটকে থেকে ওরা দেখেছে — মৃত্যুদণ্ডাদেশ পৌঁছে যাবার পর যে রাতে কাউকে গুলী করে মারা হয় তার জন্যে একবাটি ফিরণীর বিশেষ ব্যবস্থা থাকে। আটক অন্যান্য লোকজন সজল চোখে ওদের লক্ষ্য করতে লাগল। কেউ এতটুকু খাবার মুখে দিতে পারল না। শুধু রহমান ভাই হাসিমুখে নিজের বাটি শেষ করে আমিনেরটাও নিজের দিকে টেনে নিলেন। মুখে বললেন — মারা যাবে তো কি হয়েছে? ফিরণীটুকু খেয়ে নাও! না খেলে কি আর গুলী খেতে কম হবে!

ওদেরকে ধমক দিয়ে বললেন — মারা যখন যেতেই হবে — মুখ কাল করে রেখে লাভ কি? সবাই খুব শক্ত হয়ে থাকবে — ড্যাম কেয়ারভাবে। হারামজাদারা দেখুক আমাদের মনের জোর কতটুকু —

অন্যদের কথা আমিন জানে না কিন্তু সে নিজে এতটুকু মনের জোর খুঁজে পেল না। তার মাথার ভিতরে সবকিছু গোলমাল হয়ে গেছে। ছোট্ট খুপরী, তার বন্ধু-বান্ধব, অন্যান্য লোকজন সবাইকে মনে হল একটা অবাস্তব জগতের বাসিন্দা — নিজেকে মনে হল একটা ভয়াবহ দুঃস্বপ্নের অসহায় চরিত্র। সময়ের অনুভূতি শেষ হয়ে গেল — তাই ঘণ্টা চারেক পর যখন পাঞ্জাবী সুবেদার ছয়জন সেপাইসহ ঘরের তালা খুলে ভিতরে ঢুকল, তার মনে হল, রাতের খাবার দেয়ার পর কয়েক যুগ পার হয়ে গেছে।

সুবেদারটি কাগজ খুলে দেখে একজন একজন করে নাম ধরে ডাকল। ওরা

BanglaBook.org

যন্ত্রের মত উঠে দাঁড়াল। তারপর বোধশক্তিহীন পুতুলের মত ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। বাইরে আরো কয়জন সেপাই দাঁড়িয়ে আছে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র হাতে। মৃত্যু তো হবেই, ঝাঁপিয়ে পড়ে ছিনিয়ে নেব অস্ত্র — এই ধরনের একটা কথা একবার মাথায় ঝিলিক দিয়ে গেল কিন্তু সত্যি সত্যি সেটা করার মত সাহস, মনের জোর বা শক্তি কোনটাই ওদের ছিল না।

একজনের পিছু আরেকজন হেঁটে হেঁটে ওরা নদীতীরে জেটিতে এসে পৌছাল। সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ানোর আদেশ দিল সুবেদার। কি করছে বুঝতে পারছিল না ওরা — আদেশমত সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াল। হাত চারেক সামনে তিনজন সেপাই স্টেনগান হাতে দাঁড়াল — চাঁদের আলোতে চেহারা দেখা যাচ্ছে না — তবে কাঠামোটা বোঝা যাচ্ছে। সুবেদার কি একটা বলল ওদের উদ্দেশ্যে, বোধ করি আল্লাহকে স্মরণ করা বা এই ধরনের কিছু একটা। উত্তরে রহমান ভাই সুবেদারটিকে মুখ খারাপ করে গালি দিয়ে থুথু ফেললেন। সুবেদার গুলী করার আদেশ দিল — গুলী শুরু হওয়ার সাথে সাথেই হাঁটু ভেঙে পড়ে গেল আমিন — দেখতে পেল স্টেনগানের মুখ থেকে আগুনের ফুলকি ছুটে ছুটে বেরিয়ে আসছে। এতটুকু শব্দ না করে সব কয়টি ছেলে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল — ঝাঁকে ঝাঁকে গুলী ছুটে আসল ওদের দিকে।

আমিন ভেবেছিল সে মারা গেছে — কিন্তু বন্ধু-বান্ধবের মৃতদেহের সাথে শুয়ে থেকে, তাদের উষ্ণ রক্তের স্রোতে মাখামাখি হয়ে বুঝতে পারে সে এখনও মারা যায়নি। তার সব রকম বোধশক্তি লোপ পেয়ে গিয়েছিল এবং মিনিট কয়েক হয়তো অজ্ঞান হয়েও পড়েছিল। ওর শরীরে গুলী লেগেছে কিনা সে বুঝতে পারছিল না, লেগে থাকলেও তাকে কী পরিমাণ জখম করেছে সে সম্পর্কেও তার কোন ধারণা নেই।

বেঁচে থাকার আদিম তাড়না থেকে সে বুঝতে পারে এই মুহূর্তে তার এতটুকু নড়াচড়া করা উচিত হবে না। বাম হাতটায় বেকায়দা চাপ আর শরীরের উপর আরেকজনের মৃতদেহকে নিয়ে সে নিশ্চল হয়ে পড়ে রইল। কিছুক্ষণ পরেই সেপাইরা এসে ওদের ধাক্কা মেরে পানিতে ফেলে দিল। পানিতে পড়েই আমিন ডুব দিল — ডুব-সাঁতার দিয়ে যতটুকু দূরে যাওয়া সম্ভব। সাঁতার কাটার সময় বুঝতে পারে ওর শরীরে কোথাও গুলী লাগেনি — একটা গুলী শুধুমাত্র বাম হাতের খানিকটা মাংস ছিঁড়ে নিয়ে চলে গেছে। পিঠের দগদগে ঘা প্রচণ্ড যন্ত্রণাসহ জ্বলতে শুরু করল আর পরিশ্রমে একটু পরেই ওর বুক বাতাসের জন্যে হা-হা করতে লাগল। সন্তর্পণে ভেসে ওঠে বুক ভরে নিঃশ্বাস নিয়ে আবার ও ডুব দিল — যতটুকু সম্ভব দূরে চলে যেতে হবে। একটু পরেই ওর পক্ষে ডুবে থাকা কঠিন হয়ে পড়ল। ভেসে উঠে ও স্রোতে গা ভাসিয়ে চুপচাপ ভেসে যেতে থাকে। খুব কাছে দিয়ে একটা মৃতদেহকে পার হল আমিন — ওদেরই কেউ একজন হবে হয়তো।

বেশিদূর যেতে পারল না আমিন — ওর শরীর যে এত দুর্বল হয়ে আছে ও ধারণা

BanglaBook.org

করতে পারেনি। রক্ত পড়ে পড়ে ওর বাম হাতটাও অবশ হয়ে আসছে আর সারা শরীর অসহ্য শীতে কুঁকড়ে কুঁকড়ে উঠছে। একটা বড় জেটির শিকলে আটকে গিয়ে সে আর এগিয়ে যাওয়ার সাহস করল না — ওর ক্ষমতাও নেই।

ঘণ্টা কয়েক সে শিকল ধরে পানিতে শুয়ে রইল। বাম হাত থেকে অনবরত রক্ত বের হচ্ছে — ছেঁড়া কাপড় দিয়ে দেয়া ওর দুর্বল গিট কোন কাজে আসছে না। জেটির উপরে কারা আছে জানতে না পারলে সে উপরে উঠতেও পারছে না।

ঠিক সেই সময় ওপর থেকে ঝপাং করে একটা দড়িবাঁধা বালতি ওর পাশে এসে পড়ল — এর পরেই একজন লোকের কণ্ঠস্বর শুনতে পেল। কাকে কি একটা বলে লোকটি বালতি করে পানি তুলছে। আমিন কান পেতে কথাগুলি শুনল, লোকটা বাঙালী, জন্মস্থান বোধকরি চাটগাঁ।

আবার বালতি এসে পড়ল, সাথে সাথে আমিন বালতিটা আঁকড়ে ধরল — লোকটির দৃষ্টি আকর্ষণের এ ছাড়া অন্য উপায় নেই।

প্রায় বারো ফুট উঁচু জেটি থেকে লোকটি অন্ধকারে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। কেন হঠাৎ করে বালতিটা আটকে গেল বুঝতে না পেরে সে একটা টর্চলাইট নিয়ে আসে। টর্চ জ্বলতেই আমিনের চোখ ধাঁধিয়ে যায়, সে মুখ তুলে অনুচ্চ স্বরে বলল, ভাই, আমাকে বাঁচান।

সাথে সাথে টর্চ নিভে গেল। লোকটা অস্ফুট স্বরে শব্দ করে উঠল, হায় খোদা! তারপর গলা নামিয়ে বলল, ধরে থাকেন দড়িটা, আমি আসছি। শব্দ করবেন না, কাছেই ক্যাম্প।

লোকটা কোথায় জানি চলে গেল — ফিরে এলো সঙ্গে একজনকে নিয়ে প্রায় আধ ঘণ্টা পর। আমিন জানত না তাকে ধরিয়ে দেবে, না অসম্ভব একটা ঝুঁকি নিয়ে বাঁচিয়ে তোলার চেষ্টা করবে, তার সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্যে লোকটা এই আধ ঘণ্টা নিজের সাথে তর্ক করেছে।

অনেক কষ্ট করে লোক দু'টি আমিনকে তুলে আনল। তারপর কাপড় পরিয়ে কাঁথা দিয়ে মুড়ে ওকে অনেকগুলি লাকড়ির নিচে লুকিয়ে রাখা হল। সেখানে জ্বরের ঘোরে অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকল কয়েকদিন। একটু সুস্থ হতেই প্যান্ট-শার্ট বদলে ছেঁড়া লুঙ্গি আর ময়লা একটা চাদর জড়িয়ে তাকে সেখান থেকে বাইরে পাঠিয়ে দেয়া হল। জেটির মুখে একজন সেন্ট্রি দাঁড়িয়েছিল, সে ওর মুখের দিকে একবার তাকাল কিন্তু কিছু জিজ্ঞেস করল না। জিজ্ঞেস করলেও কি বলতে হবে আগে থেকে ঠিক করা ছিল।

ওখান থেকে তাকে গ্রামের দিকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল। তারপর মুক্তিবাহিনীর একটা দলের সাথে সে পৌঁছাল আগরতলা। সেখানে হাসপাতালে থাকতে হল অনেকদিন। এই সুদীর্ঘ সময় শুয়ে থেকে থেকে সে অনেক কিছু চিন্তা করত — আর তার ছাপ পড়ে গেল ওর চরিত্রে। যখন হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেল তখন সে

BanglaBook.org

একজন ভিন্ন মানুষ — ভয়াবহ অভিজ্ঞতায় পোড়-খাওয়া একজন খাঁটি পুরুষ, ওর একটা অদ্ভুত ধারণা হয়ে গিয়েছিল ; সে বিশ্বাস করত যে সে সহজে মারা যাবে না। এই অদ্ভুত বিশ্বাস তাকে একটা বেপরোয়া মুক্তিযোদ্ধা হতে সাহায্য করেছে। যারা তাকে বিভিন্ন খণ্ডযুদ্ধ দেখেছে তারা ওর সাহসের বহর দেখে হতবাক হয়ে গেছে। নিজের উপর বিশ্বাসের জোরেই হোক আর ভাগ্যবলেই হোক, সে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছে একাধিকবার।

আমিন যে এলাকায় তার দলবল নিয়ে গেরিলা যুদ্ধ করে বেড়াত এখনও সে সব এলাকায় তার সম্বন্ধে অদ্ভুত সব গল্প ছড়িয়ে আছে — অবিশ্বাস্য হলেও যার অনেক কয়টিই সত্যি।

যুদ্ধ শেষে স্বাধীনতার পর আমিন ঘরে ফিরে এসে হঠাৎ এক আশ্চর্য শূন্যতা অনুভব করে। তার ছেলেবেলার বন্ধু-বান্ধব বেশিরভাগই মারা গেছে। পরিচিতেরা পরিবর্তিত, একমাত্র সুহৃদ বাবুলও বিভ্রান্ত। শেষ পর্যন্ত বাবুল যখন নৃশংসভাবে মারা পড়ল, আমিন একেবারেই হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ল। ঠিক কি কাজ করে সে আনন্দ পেতে পারে বুঝতে পারছিল না। আমিনের মনে হচ্ছিল এই রকম চলতে থাকলে সে পাগল হয়ে যাবে। বাবুলের মত রিভলবার নিয়ে পথে যদি নাও নামে — নিজের মাথায় গুলী করে বসতে পারে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

মেডিকেল চেকআপ করানোর জন্যে মেডিকেল কলেজে এসে আমিন তার ছেলেবেলার এক বন্ধুকে পেয়ে গেল। এক সময়ে দুজনে খুব বন্ধুত্ব ছিল, এখন দেখা হলে খুব বিব্রত হয়ে পড়ে। কারণ প্রাথমিক উচ্ছ্বাস শেষ হবার পর দুজনেই কথা বলার কিছু খুঁজে পায় না। আজ অবশ্যি সেরকম কিছু হল না, কারণ আমিনের স্বাস্থ্য নিয়েই সে অনেকক্ষণ আলাপ করে গেল।

আমিনের বন্ধুটি কাজের ছেলে। কোথায় কোথায় খানিকক্ষণ ঘুরে এসে আমিনের মেডিকেল চেকআপের আয়োজন করে ফেলল। একজন ডাক্তার তাকে টিপে-টুপে দেখলেন। রক্ত, কফ, স্টুল জমা নিলেন — এক্স-রে করিয়ে কয়েকদিন পর আবার দেখা করতে বললেন।

দ্বিতীয়বার যাওয়ার পর সে লক্ষ্য করল, বৃদ্ধ ডাক্তার তাকে একটু গুরুত্ব দিয়ে পরীক্ষা করছেন। গম্ভীর হয়ে কথা বলছিলেন এবং হঠাৎ হঠাৎ তার চোখের দিকে অবাক হয়ে তাকাচ্ছিলেন। শেষ পর্যন্ত হঠাৎ যখন ডাক্তার জিজ্ঞেস করে বসলেন, তোমরা কয় ভাই-বোন? তুমিই কি সবচেয়ে বড়? তখন আমিন বুঝতে পারল তার মারাত্মক কিছু একটা হয়েছে। ডাক্তার বা তার সেই বন্ধুটি অবশ্যি কিছুতেই তাকে কিছু বলতে রাজি হল না।

কিছুদিনের ভিতরেই সে জানতে পারল, তার আসলে কি হয়েছে — ডাক্তার নিশ্চিত হবার পর তাকে জানিয়ে দেয়াই ভাল মনে করছেন। তার গলার দু'পাশের ছোট আপাতঃ নিরীহ গ্ল্যাণ্ড দুটিকে যদি বেরিয়াম রে দিয়ে আরোগ্য করা যায় এবং সে

BanglaBook.org

দুটি যদি শরীরের আর কোথাও আবার বেরিয়ে না পড়ে তাহলে সে আরো বছর পাঁচেক বাঁচবে। আর তা যদি না হয় তাহলে এক বছরের ভিতর সে মারা যাবে।

যে কয়টি রোগের চিকিৎসা নেই তার অসুখটি তাদের মাঝে একটি, ডাক্তারী শাস্ত্র অনুযায়ী এটি ক্যানসারের মতই ভয়ানক।

সে রাতে আমিন বাসায় ফিরে আসে অনেক রাতে। চুপচাপ খেয়ে নিয়ে সে একা একা ছাদে বসে রইল। প্রচণ্ড দুঃখ বা সে রকম কিছু সে অনুভব করছিল না ; শুধু বুঝতে পারছিল বাবুলের মৃত্যুর পর যে নিঃসঙ্গতা তাকে গ্রাস করেছিল সেটি আর নেই। তার বদলে ওর বুকের ভিতরে হা হা করছে বেঁচে থাকার আকুলতা। প্রচণ্ড অভিমানে ওর চোখে বারবার পানি এসে যাচ্ছিল কিন্তু সে বুঝতে পারছিল না এই অভিমানটা সে কার উপর করছে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

আমিন অচিরেই মারা যাচ্ছে খবরটি অনেকেই জানতে পারল যদিও আমিন খুব চেষ্টা করেছিল খবরটি গোপন রাখতে। সবাই সরু চোখে ওকে সমবেদনা জানাবে এটা সে সহ্য করতে পারবে না। আমিনের আম্মা প্রথম কয়দিন খুব কান্নাকাটি করলেন। তারপর ধীরে ধীরে কান্না থমিয়ে আমিনের যত্নের দিকে মনোযোগী হলেন। আমিন লক্ষ্য করল, সকাল-বিকাল আম্মা তার জন্যে বিশেষ খাবার তৈরি করছেন। খেতে বসলে খাবারের সবচেয়ে ভাল অংশটুকু তার পাতে তুলে দিচ্ছেন, সবসময়ে নরম সুরে কথা বলছেন এবং দরকার না থাকলেও তাকে টাকাপয়সা দিয়ে যাচ্ছেন। তার ঘরের আসবাবপত্র হয়ে উঠল দামী, সবসময় ঝকঝকে, ঘরের জানলায় ভারী লাল পর্দা লাগান হল এবং বাসার রেকর্ড প্লেয়ারটি তার ঘরে পাকাপাকিভাবে স্থান পেল।

আমিন এই আদর-যত্নে অতীষ্ঠ হয়ে পড়ল — কেন জানি সে ক্ষেপে উঠতে লাগল যদিও কি জন্যে এবং কার উপর ক্ষেপে উঠছে সে বুঝতে পারছিল না। তার মনোভাবটা ধরতে পেরেছিল টিপু। একদিন সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে সে টিপুর গলার আওয়াজ শুনতে পায়, আম্মাকে বকছে, মা, তুমি এসব কি শুরু করছ?

কি হয়েছে?

ভাইয়াকে প্রত্যেক বেলা আলাদা করে যত্ন কর —

কেন?

ভাইয়াকে মনে করিয়ে না দিলে হয় না যে সে মরে যাবে?

দেখ টিপু —

খবরদার, আর ওরকম করে আলাদা যত্ন করবে না। ভাল করে খাওয়াও মানে ভালো যত্ন না, উল্টো মনে করিয়ে দেয়া যে মরে যাবার আগে ভাল করে খেয়ে নিক। ছিঃ ছিঃ ছিঃ . . . .।

আম্মা চুপ করে রইলেন, টিপু বলে চলল, মা হয়ে তুমি বুঝতে পার না ছেলে কিসে দুঃখ পায়?

আম্মা চোখে আঁচল দিয়ে কাঁদতে লাগলেন — আমিন শব্দ করে সিঁড়ি দিয়ে নামতে থাকে। ওকে দেখে টিপু সরে যায়, আম্মাও চোখ মুছে ফেলেন।

তারপর থেকে আমিনের বাড়তি যত্নটুকু বন্ধ হয়ে গেল। আমিন কয়েকদিন লক্ষ্য করে বুঝতে পারে, তাকে আলাদা করে যত্ন করতে না পেরে আম্মা খুব কষ্টবোধ করছেন। যে ছেলেটি বছর খানেকের মাঝে মারা যাবে তাকে মায়ের ইচ্ছে করে বুকের মাঝে চেপে রাখতে — অথচ আম্মা তার আচার-আচরণে এতটুকু বেশি স্নেহ

BanglaBook.org

পর্যন্ত প্রকাশ করতে পারছেন না, পাছে আমিনকে মনে করিয়ে দেয়া হয়, সে মারা যাচ্ছে! আম্মার অশান্তি দূর করার জন্যে আমিন নতুন একটা পদ্ধতি বের করল — মাঝে মাঝেই সে নতুন কোন খাবার বা নতুন কোন ফলমূলের জন্যে চেঁচামেচি করতে লাগল। নতুন শার্ট-প্যান্ট বা গ্রামোফোনের রেকর্ড অথবা সদ্য বের হওয়া বই কিনে দেয়ার জন্যে উৎপাত করতে লাগল। এমন কি, মাঝে মাঝে আম্মাকে দিয়ে ভাল বিদেশী সিগারেট কিনিয়ে আনত যদিও সিগারেট খাওয়া ডাক্তার নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। আমিনের উপদ্রব সহ্য করতে আম্মার যথেষ্ট কষ্ট হত কিন্তু এই কষ্টটুকু করে তিনি সান্ত্বনা পেতেন, ভাবতেন, ছেলের জন্যে অনেক কিছু করছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে খুব অল্প কয়জন তার অসুখের কথা জানত এবং তাদের উপরে কড়া নির্দেশ ছিল যেন অন্য কাউকে এ কথা বলে বেড়ান না হয়। আমিনকে দেখে বোঝা যেত না সে এতবড় একটা অসুখ নিজের ভিতর পুষে রেখেছে ; তবে ওর পরিবর্তনটা লক্ষ্য করল সবাই। আগের হাসিখুশি ভাবটা আর নেই — একটু খিটখিটে স্বভাবের হয়েছে। পড়াশোনায় মন নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ে আসে সময় কাটানোর জন্যে, ক্লাশে বড় একটা যায় না। একদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়াও বন্ধ করে দিল — বিশেষ একটা ঘটনা ঘটে যাবার পর।

ওদের নতুন একজন শিক্ষক ডক্টরেট করে সদ্য দেশে এসেছেন, চারদিকে খুব প্রশংসা। আমিনদের সাথে প্রথম ক্লাশ দেয়া হয়েছে। সবাই খুব উৎসাহ নিয়ে ক্লাশে গেল — আমিনও দেখতে গেল লোকটিকে। ভদ্রলোক অল্পবয়স্ক, চমৎকার চেহারা, কথা বলেন খুব সুন্দর করে। ছেলেদের ক্লাশে ধূমপানের অনুমতি দিলেন! সাথে সাথেই আমিন একটা সিগারেট ধরিয়ে ফেলল, বিপদটা টের পেল একটু পরেই। ভদ্রলোক পড়ানো শুরু করে প্রথম প্রশ্নটাই করে বসলেন তাকে। আমিন উঠে দাঁড়িয়ে মাথা চুলকে বলল, সে জানে না।

ভদ্রলোক বিদেশীদের মত কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, তোমাকে দেখে ভেবেছিলাম তুমি বুঝি এসব এলিমেন্টারী ব্যাপারগুলি জান, যেরকম কনফিডেন্টলী সিগারেট ধরালে —

ক্লাশে একটা হাসির রোল শুরু হয়ে হঠাৎ থেমে গেল। ভদ্রলোক আমিনকে লজ্জা দেবার জন্যে কথাটি বলেননি, আর ক্লাশের ছেলেমেয়েরাও ওকে অপমান করার জন্যে হেসে ওঠেনি, কিন্তু কি কারণে জানি আমিন পুরো ক্লাশ আর সাথে সাথে এই সুদর্শন ভদ্রলোকের ওপর ভীষণ চটে উঠল। মুখ কাল করে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, আপনি সবাইকে সিগারেট খাবার অনুমতি দিয়েছেন, বলেননি, যারা পড়াশুনা করে এসেছে শুধু তারা খাও। আগে বলা উচিত ছিল। ভদ্রলোক থতমত খেয়ে বললেন, কেন?

তাহলে আমি আমাকে নিয়ে টিটকারী করার সুযোগ দিতাম না।

ভদ্রলোক খানিকক্ষণ শীতল চোখে আমিনকে লক্ষ্য করে বললেন, আমি ক্লাশে

BanglaBook.org

এ ধরনের আলোচনা পছন্দ করি না। তুমি ক্লাশের পরে —

আমি ক্লাশের বাইরে স্যারদের সাথে কথা বলতে পছন্দ করি না। যা বলতে চান এখনই বলুন —

রাগে ভদ্রলোকের চোখ-মুখ লাল হয়ে উঠল। সারা ক্লাশ স্তম্ভিত হয়ে আমিনের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। আমিনের ডান পাশে বসে থাকা ছেলেটা আমিনের শার্টের কোণা ধরে টেনে ওকে বসাতে চাইলে আমিন এক ঝটকা মেরে ওকে সরিয়ে দেয়।

তুমি ডেলিবারেটলী আমাকে অপমান করার চেষ্টা করছ।

কারণ, আপনি ডেলিবারেটলী আমাকে অপমান করেছেন।

ভদ্রলোক হতভম্ব হয়ে তার দিকে তাকিয়ে থেকে কাঁপা কাঁপা হাতে কাগজপত্র, রেজিস্ট্রি খাতা তুলে নিলেন ক্লাশ থেকে বেরিয়ে যাবার জন্যে। আমিন শান্তস্বরে বলল, দাঁড়ান, ক্লাশ ছেড়ে যেতে হয় আমি যাব, আপনি কেন যাবেন? আমার একার জন্যে সারা ক্লাশ কেন সাফার করবে?

আমিন গট গট করে দরজার কাছে এগিয়ে গেল, দরজা খুলে ঘুরে দাঁড়িয়ে রুক্ষ স্বরে বলল, যেটা ঘটে গেছে ভুলে যাবেন অনুগ্রহ করে — আপনার বা আর কারো ক্লাশেই আমি আর ডিস্টার্ব করতে আসব না।

আমিন চলে যেতে গিয়ে আবার ফিরে এসে বলল, আর আমাকে দিয়ে অন্য অন্যান্য ছেলেদের বিচার করবেন না। সারা ক্লাশে আমিই শুধু বেয়াদপ, অন্যদের আপনি পছন্দই করবেন।

দড়াম করে দরজা লাগিয়ে ঘুরে যেতেই লক্ষ্য করে, আর কয়জন মেয়ের সাথে দাঁড়িয়ে জেসমিনও অবাক হয়ে ওর নাটকীয় কার্যকলাপ লক্ষ্য করছে। বিব্রত ভাবটা ঢাকার জন্যে আমিন মুখটাকে বেশি শক্ত করে প্রায় শেষ হয়ে যাওয়া সিগারেটটাতে আবার একটা টান দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল এক কোণায় — তারপর গট গট করে হেঁটে গেল করিডোর ধরে — চিরদিনের জন্যে।

এর পরের কয়টা দিন আমিনের খুব মন খারাপ হয়ে থাকে। বিশেষ করে খারাপ হয় এজন্যে যে, সে নিজে যতটুকু খারাপ অন্যেরা তাকে তার থেকে অনেক বেশি খারাপ বলে ভাবছে। বাসায় নিজের ঘরে চুপচাপ শুয়ে-বসে ও দুটি দিন কাটিয়ে দেয়। কিন্তু এভাবে সময় কাটানো খুব কঠিন, তাই আমিনের হঠাৎ করে ঘুরে বেড়ানোর শখ হল। পরদিন খেতে বসে আম্মাকে বলল হাজারখানেক টাকা যোগাড় করে দিতে।

এত টাকা কি করবি?

ঘুরতে বের হব।

কোথায়?

সব জায়গায়। কক্সবাজার, হিল ট্রাক্টস, সুন্দরবন, গাড়ো পাহাড়, সিলেট

BanglaBook.org

কি করবি ঘুরে? সময়মত খাওয়া-দাওয়া হবে না।

কি হবে সময়মত খেয়ে! আমি মাসখানেক ঘুরে বেড়াব — আব্বাকে বলে টাকাটা এনে দাও।

আম্মা অস্বস্তিতে পড়ে গেলেন। তিনি আমিনের বিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছিলেন — এসময় আমিনের এখানে থাকা দরকার। অথচ কথাটা ঠিক বলতে পারছিলেন না। ইতস্ততঃ করে শেষে বলেই ফেললেন, আর কয়টা দিন অপেক্ষা কর না!

কেন? টাকা নেই?

না, ভাবছিলাম বিয়ে করে বউ নিয়ে যাবি —

আমিন সরু চোখে খুব ঠাণ্ডা গলায় বলল, তুমি মেয়েপক্ষকে বলেছ আমার আয়ু এক বছর?

নিজ থেকে বলার কি দরকার? তাছাড়া বিদেশে কত চিকিৎসা আছে —

আমিনের গলার স্বর চড়ে উঠল, তোমার ভাই তো একজন এতবড় ডাক্তার — দিনরাত তো আমায় নিয়ে আলোচনা করছ। খুব ভাল করে জান এর চিকিৎসা নেই — তবু ইচ্ছে করে একটি মেয়ের সর্বনাশ করতে চাইছ? তোমার নিজের একটা মেয়েকে বিয়ে দেবে ওরকম একটা ছেলেকে?

আম্মা চুপ করে রইলেন। আমিন ঠাণ্ডা গলায় বলল, আর যদি কোনদিন আমি শুনতে পাই আমার বিয়ের চেষ্টা করছ তাহলে এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাব, বলে রাখলাম।

আম্মা মুখ কাল করে দাঁড়িয়ে থাকলেন আর আমিন লম্বা লম্বা পা ফেলে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসে। রাগ কমে এলে আমিনের আম্মার জন্যে খুব দুঃখ হল। মা সন্তানের ছোট আয়ুষ্কালকে সমৃদ্ধ করার জন্যে কি সব করে বেড়াচ্ছেন!

শেষ পর্যন্ত আমিন ঘুরে বেড়াতে প্রস্তুত হল। ব্যাঙ্ক ড্রাফটে টাকা নিল প্রচুর আর এয়ারব্যাগে অল্প কিছু কাপড়। এছাড়া বিভিন্ন মুডে পড়ার জন্যে বিভিন্ন ধরনের বই, রগরগে খুন-খারাপীর উপর থেকে শুরু করে রাসেলের জীবনদর্শনের উপরে পর্যন্ত। রওনা দেবার আগের দিন এক বাণ্ডিল গাঁজার পুরিয়া কিনে আনলো — যদিও আমিন তেমন কোন নেশাখোর নয় কিন্তু ভ্রমণের মাঝে কখন কি রকম মুডে কি ভাল লাগবে কিছু বলা যায় না।

প্রথমে ট্রেনে করে রওনা দিল চিটাগাং। টিপু এসে তুলে দিয়ে গেল। রাতের ট্রেন — ফার্স্ট ক্লাশে নিজের বাঙ্কে শুয়ে শুয়ে সে সময় কাটানোর জন্যে বই পড়ার চেষ্টা করতে লাগল। অনেকগুলি বই চেষ্টা করে শেষ পর্যন্ত একটা নোংরা বইয়ে সে জমে গেল।

তার কামরার অন্য দু'জন সহযাত্রী এক নতুন দম্পতি, আমিনকে খুব অপছন্দ করছিল — বিশেষ করে বইটির উৎকট প্রচ্ছদের জন্যে। আমিন সে নিয়ে খুব একটা

BanglaBook.org

মাথা ঘামাল না। বরং ওদের অর্থহীন ন্যাকা ন্যাকা অস্ফুট কথা এই নিশুঁতিরাতে ট্রেনের ঝাঁকুনিতে ভালই লাগছিল।

ভোরে ট্রেন থেকে নেমে সে কক্সবাজারের কোচে চড়ে বসল। সুদীর্ঘ রাস্তায় অনেকবার ঘুমিয়ে আর জেগে উঠে শেষ পর্যন্ত বিকেলের দিকে সে কক্সবাজার পৌঁছল। কোচ থেকে নেমেই আমিনের মন খারাপ হয়ে যায়, নোংরা ঘিঞ্জি এলাকা, ছোট ছোট দোকান, মানুষের ভিড় — তার মাঝে ধুলা আর মাছি উড়ছে — কিন্তু রিক্সা করে হোটেলে রওনা দিয়ে রাস্তার মোড় ঘুরতেই ও দেখতে পেল, বিস্তীর্ণ সমুদ্র আর আকাশ, তার মাঝে সমুদ্রের পাগল-করা ডাক — যতদূর চোখ যায় শুধু নীল আর নীল, তার মাঝে সূর্যের আলো পড়ে ঝিকমিক করছে স্ফটিকের মত। অকারণে আমিনের চোখ ভিজে উঠল — একবার মনে হল, আহা! এই সব ছেড়ে আমায় চলে যেতে হবে!

কক্সবাজারে প্রথম কয়েকটা দিন থেকে আমিন চমৎকার একটা রুটিন তৈরি করে ফেলল। ঘুম থেকে উঠত খুব দেরি করে, ওঠে গোসল সেরে পরিষ্কার জামাকাপড় পরে অবসাদ ঝেড়ে ফেলত। তারপর ধু-ধু নীল সমুদ্রকে সামনে রেখে সে নাস্তা করতে বসত। ধীরে ধীরে অনেক সময় নিয়ে সে নাস্তা শেষ করে চা খেত। তারপর বইয়ের স্তূপ থেকে একটা বই বেছে নিয়ে বসে বসে পড়তে শুরু করত। ভাল না লাগলে এমনি পা ছড়িয়ে বসে থেকে আকাশ আর সমুদ্রকে দেখত।

দুপুর হয়ে এলে হোটেলে নিজের ঘরে বসে খাওয়া সেরে নিয়ে খানিকক্ষণ বিছানায় গড়িয়ে নিত। তারপর উঠে হাত-মুখ ধুয়ে খুব যত্ন করে কয়েকটা সিগারেটের ভিতর গাঁজা ভরে নিত।

বিকেল হয়ে এলে কাপড়-জামা পরে খালি পায়ে পকেটে সিগারেটের পুরো প্যাকেট নিয়ে বেরিয়ে পড়ত। সমুদ্রের ঠিক তীর ঘেঁষে পানিতে পা ভিজিয়ে হেঁটে যেত সামনের দিকে। বৈকালিক শৌখিন ভ্রমণকারীদের পাশ কাটিয়ে সে চলে যেত বহুদূরে জেলে বস্তীর কাছাকাছি। সূর্য ডোবার ঠিক আগের মুহূর্তে চুপচাপ বসে পড়ত। নিরবচ্ছিন্ন নির্জনতার মাঝে সে তার তৈরি করে আনা সিগারেটগুলি ধরাত। একটি-দুটি খাওয়ার পরই সবকিছু এলোমেলো হয়ে যেত। লাল রক্তাভ আকাশ সমুদ্রের পানিতে প্রতিফলিত হয়ে এক আশ্চর্য দৃশ্য তৈরি করত, তার নেশাগ্রস্ত চোখে যেটা মনে হত অলৌকিক। সমুদ্রের ঢেউয়ের অবিশ্রান্ত ক্লান্তিহীন গর্জনকে এক সময়ে আর ঢেউয়ের গর্জন মনে হত না, মনে হত নির্জনে একাকি পেয়ে হাজার হাজার অশরীরী আত্মা তাকে ঘিরে আর্তনাদ করছে! সে জানত না — অনেক সময় সে একটানা কথা বলে যেত একা একাই। অনেকক্ষণ পর যখন চারদিক গাঢ় অন্ধকারে ডুবে যেত, শুধু বহু দূরে হোটেলের বাতি মিটমিট করছে, দেখা যেত তখন সে আলো লক্ষ্য করে হাঁটতে শুরু করত। ক্লান্ত শরীরে ফিরে এসে প্রচণ্ড খিদে নিয়ে খাবার খেত। তারপর ঘুমিয়ে পড়ত মরার মত।

BanglaBook.org

আস্তে আস্তে আমিনের মুখে দাড়ি-গোঁফের জংগল হয়ে ওঠে। গলায় ঝিনুকের মালা জড়িয়ে বুকখোলা রঙিন শার্ট আর ঢোলা প্যান্টের সাথে খালি পা নিয়ে প্রতিদিন বিকালে সমুদ্রের তীরে তাকে হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে যেতে দেখতে সবাই অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। কেউ আলাপ করতে চাইলে আমিন সরাসরি তাকে উপেক্ষা করে এগিয়ে যেত। এমনিতে চোখ লাল হয়ে থাকত, কেউ দ্বিতীয়বার বিরক্ত করতে সাহস পেত না।

ওর চমৎকার সময় কেটে যাচ্ছিল, ঠিক এই সময়ে কিছু পরিচিত ছেলেমেয়ে হৈ-চৈ করতে করতে কক্সবাজার হাজির হল স্টাডি ট্যুর উপলক্ষে। আমিন বুঝতে পারল ওর নিরবচ্ছিন্ন শান্তি শেষ হয়েছে — কাজেই পরদিন ভোরেই ব্যাগ ঝুলিয়ে সে বাসে উঠে বসে চিটাগং যাবার জন্যে।

বাসে পাশের লোকটির কাছে আমিন শুনতে পেল, মাঝপথে নেমে গিয়ে অন্য বাস ধরে বান্দরবন যাওয়া যায়, সেখানকার সাংগু নদী ধরে ইচ্ছে করলে পার্বত্য চট্টগ্রামের একেবারে ভিতরে চলে যাওয়া সম্ভব। সেখানে সভ্য মানুষ নেই, পাহাড়, গাছ আর নদীর মাঝে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকে আদিবাসীরা, সেখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নাকি অতুলনীয়। আমিন জায়গাটা দেখবে ঠিক করে মাঝপথে নেমে পড়ল। সেখান থেকে বান্দরবনের বাস ছাড়ে ঘণ্টা খানেক পর। জীপকে ভেঙে বাস তৈরি করা হয়েছে, ছাদেও বসার ব্যবস্থা। আমিন ভিতরে ভিড়ের মাঝে না গিয়ে ছাদে চড়ে বসল। কে জানি ছাদে শুটকির বস্তা তুলেছে, সে জন্যে একটু কটু গন্ধ পাওয়া যাচ্ছিল — আমিন সেটিকে ধর্তব্যের মাঝে আনল না!

বাস ছেড়ে দেবার খানিকক্ষণ পরই আমিন হতবাক হয়ে পড়ে। এদেশেও এত সুন্দর জায়গা রয়েছে! পাহাড় কেটে পথ তৈরি করা হয়েছে — এক পাশে পাথরের খাড়া দেয়াল, অন্যপাশে গভীর খাদ, এদিকে সেদিকে সবুজ পাহাড়, মাঝে ছোট ঝর্ণা ঝিরঝির করে বয়ে যাচ্ছে, দূরে নীল পর্বতশ্রেণী। হঠাৎ করে দেখা যায়, মগ-শিশু টেমি খেতে খেতে যাচ্ছে —! সব মিলিয়ে অপূর্ব! আমিনের বিস্ফারিত দৃষ্টির সামনে তিন ঘণ্টার পথ দেখতে দেখতে কেটে যায়। দূরে ছবির মত বান্দরবন শহর তকতক করছে। নেমে কিন্তু ওর একটু মন খারাপ হয়ে গেল — দূর থেকে তকতকে মনে হলেও আসলে শহরটি যে কোন মহকুমা শহরের মতই ঘিঞ্জি। একটা হোটেলে খেতে খেতে সে খবর নিল, সামনেই সাংগু নদী — ওখানে নৌকা ভাড়া পাওয়া যায়।

ব্যাগ ঝুলিয়ে সে নদীর খাড়ি বেয়ে নেমে এলো। ঝকঝকে পাহাড়ী নদী, চোখ ফেরান যায় না। আমিনের উস্কুখুস্কু চুল, এলোমেলো রঙিন খাপছাড়া পোশাক দেখে কয়েকজন মাঝি এগিয়ে আসে। আমিনের ঘুরে বেড়ানোর পরিকল্পনা শুনে ওরা নিজেরাই মধ্যবয়স্ক একজন মাঝি ঠিক করে দিল। স্থানীয় লোক, নাম মুসলিম। মাঝিকে টাকা-পয়সা বুঝিয়ে দেয়ার পর সে চলে গেল বাজার করতে — এ কয়দিন সে রান্না করে নিজেই দু'জনের খাবার ব্যবস্থা করবে। আমিন নৌকায় জামা-কাপড়

BanglaBook.org

খুলে রেখে ঝাঁপিয়ে পড়ল নদীতে — ঠাণ্ডা পানিতে ওর শরীর জুড়িয়ে আসে।

বিকেলে নৌকা ছেড়ে দিল। নৌকা তরতর করে এগিয়ে যাচ্ছে, আমিন গলুইয়ে পা ছড়িয়ে বসে থাকে। একটু এগিয়ে একটা বাঁক ঘুরে যাবার পরই সামনের দৃশ্য দেখে সে হতবাক হয়ে পড়ে। পাহাড় আর পাহাড়, তার ভিতর দিয়ে এঁকেবেঁকে চলে গেছে নদী, ঝকঝকে পানি — পাথরের উপর দিয়ে কলকল করে বয়ে যাচ্ছে। উপরে নীল আকাশ, দুপাশে পাহাড়ের গায়ে ঝোপঝাড়, মাঝে মাঝে ঝর্ণার ধারা! আমিন চুপচাপ বসে থাকে। এই অস্বাভাবিক সৌন্দর্য দেখে কি এক অজানা কারণে তার গলা ধরে আসে — মনে হতে থাকে, আরও কয়দিন যদি বেঁচে থাকতাম এই জায়গায়!

পরের একটি সপ্তাহ কাটল ওর ঘোরের মত। পাহাড়, নদী আর বনের সাথে সাথে বিচিত্র উপজাতীয়দের দেখে দেখে তার চোখ জুড়িয়ে যায়। সুঠাম শরীরের সব মগ, মুরং, চাকমা, বমী — আরো কত উপজাতি — কত বিচিত্র তাদের জীবনধারা, তাদের উৎসব, তাদের হাসি-কান্না — কত বিচিত্র তাদের প্রেম, ভালবাসা আনন্দ, দুঃখ। আমিন ঘুরে ঘুরে দেখে ওদেরও একজন হয়ে ওঠে। মাঝে মাঝে মুরং রমণীর কোলে মুরং শিশু হয়ে জন্ম হয়নি বলে ওর ভিতরে প্রবল দুঃখবোধ জেগে উঠে।

আমিনের এই এলাকায় দীর্ঘদিন থাকার ইচ্ছে ছিল — মাঝির সাথে সেরকমই একটা বোঝাপড়া করে নিয়েছিল, কিন্তু আটদিনের মাথায় ওর ঢাকার জন্যে কেমন জানি মন কেমন-কেমন করতে থাকে। সাময়িক দুর্বলতা ভেবে ও উড়িয়ে দিতে চায় কিন্তু কেন জানি ভিতরে ভিতরে ঢাকায় ফিরে যাওয়ার জন্যে সে অস্থির হয়ে উঠল। থাকতে না পেরে পরদিন ভোরেই পরিকল্পনা পল্টে রওনা দিল ঢাকায়।

আর একদিন দেরি করে রওনা দিলেই ওর জীবন অন্যরকম হত, আমিন তখনো সেটা জানত না।

BanglaBook.org

আমিন ঢাকায় পৌঁছে একটা রিক্সা নিল বাসায় যাবার জন্যে। আরামবাগের কাছে পৌঁছতেই তার ইচ্ছে হল বাবুলের এককালীন আস্তানাটা একটু দেখে, পুরানো বন্ধু-বান্ধবের সাথে একটু কথা বলে যাবে। বাবুল মারা যাবার পর আর এদিকে আসা হয় না।

বাসার সামনে ইউসুফের নীল ফোক্সওয়াগনটা দেখে আমিনের মনটা তেতো হয়ে উঠল। ইউসুফকে কেন জানি সে এখনো সহ্য করতে পারে না, যদিও ছেলেটির চোখে পড়ার মত কোন দোষ নেই! ব্যাগ হাতে আমিন ঘরে ঢুকে দেখতে পেল, ইউসুফ চেয়ারে হেলান দিয়ে চুপচাপ বসে আছে। হাতের সিগারেটে লম্বা ছাই, অন্যমনস্ক হয়ে আছে, টানার খেয়াল নেই। আমিনকে দেখে বিব্রতভাবে হাসল — সোজা হয়ে বসে বলল, কি খবর! অনেকদিন পর —

হুঁ — অনেকদিন পর। আমিন দায়সারা গোছের হাসি হেসে নজরুলের ঘরে ঢুকল ; ঢুকেই চমকে উঠল। নজরুলের বিছানায় টুপি মাথায় এক মৌলভী সাহেব লম্বা একটা খাতা নিয়ে বসে আছেন। আমিনকে দেখে চমকে উঠে দুর্বল স্বরে বললেন, আস্সালামু আলাইকুম।

আমিন সালামের উত্তর দিয়ে বোকার মত বেরিয়ে আসে। নজরুলের ঘরে দেয়ালে সাঁটা প্লে-বয় থেকে কাটা অসংখ্য নগ্ন, অর্ধ-নগ্ন নারী মূর্তির ছবির মাঝে একজন ধার্মিক মানুষ এত বেমানান যে মুহূর্তের জন্যে তার মনে হল সে ভুল দেখছে। রশিদকে এই সময়ে ঘরে ঢুকতে দেখে ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল —

মক্কেলটা কে?

কাজী!

কাজী? কিসের?

আজ বিয়ে যে!

বিয়ে? কার?

রশিদ উত্তর না দিয়ে ইউসুফের দিকে তাকিয়ে হেসে উঠল আর বেচারা ইউসুফের সারামুখে লজ্জার লাল লাল ছাপ দেখা গেল।

আমিন ইউসুফের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, কংগ্রাচুলেশন ম্যান! ইন এডভান্স!

উত্তরে ইউসুফ বিড়বিড় করে কি জানি বলল, যার মানে যে কোন কিছু হতে পারে। আমিন হাসি গোপন করে ইউসুফের সিগারেটের প্যাকেট থেকে একটা

BanglaBook.org

সিগারেট বের করে নিয়ে ধরাল, তারপর ধোঁয়া ছেড়ে বলল, তা বিয়েবাড়ি এরকম নীরব কেন? গান-বাজনা কই?

ইউসুফ বলল, যে না এক বিয়ে, তার আবার গান-বাজনা!

কেন? বাসায় রাজি না বুঝি?

বাসা? রশিদ দাঁত বের করে হেসে বলল, মেয়ে নিজেই রাজি না।

আমিন চমকে উঠে রশিদের দিকে তাকাল, মানে?

মানে আর কি! নজরুলরা গেছে মেয়েকে তুলে আনতে।

ইউসুফ পাংশু মুখে বলল, না, মানে ইয়ে ঠিক তুলে আনতে না —

আমিন বিষ দৃষ্টিতে ইউসুফের দিকে তাকাল, তার দৃষ্টির সামনে ইউসুফ যেন কুঁকড়ে ছোট হয়ে গেল। বিতৃষ্ণায় মুখ কুঁচকে আমিন ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসে। পিছে পিছে রশিদও বেরিয়ে এলো বারান্দায়। এ ধরনের ঘটনা আমিন আগেও ঘটতে দেখেছে — তার চোখের সামনেই, প্রত্যেকবারই সে এই রকম তীব্র ঘৃণা আর প্রচণ্ড ক্ষোভ অনুভব করেছে কিন্তু কিছু করতে পারেনি। আমিন ঠাণ্ডা গলায় বলল, রশিদ, ভিতর থেকে ব্যাগটা নিয়ে আয় তো, যাব।

বিয়ে খাবেন না?

খাও তোমরা। আমি এসবের মাঝে নেই।

থাকলে পারতেন — ভাল মজা হত। তেজীয়াল মাইয়া যা তড়পানি তড়পাবে, দেখবেন —

কে মেয়েটা? আমি চিনি?

আপনি? রশিদ ভুরু কুঁচকে দু'-এক মুহূর্ত চিন্তা করল, তারপর উজ্জ্বল মুখে বলল, হ্যাঁ, চিনেন তো? সেই যে জেসমিন — যাকে বাজি ধরে বলেছিলেন

আমিন শক খাওয়ার মত চমকে উঠল, জেসমিন!

হ্যাঁ। ভিতরে জমে থাকা ক্ষোভটা প্রচণ্ড ক্রোধ হয়ে ওর সারা শরীরে আগুনের মত ছড়িয়ে পড়ল। জেসমিনের মত মেয়েটিকে বিয়ে করবে ইউসুফের মত অমন একটি কেন্নো? তাও আবার জোর করে ধরে এনে? শুধু জোর আছে বলে?

চোখ লাল করে রশিদের দিকে তাকিয়ে বলল, তোমার মোটর সাইকেল কই?

রশিদ ভয়ে ভয়ে বলল, আছে, কেন?

চাবিটা দাও।

কই যাবেন?

চাবিটা দাও তো আগে — আমিন ধমকে উঠল।

রশিদ চাবি বের করে দিল। আমিন মোটর সাইকেলে স্টার্ট দিয়ে জিজ্ঞেস করল, নজরুলরা কোথায় গেছে?

ইউনিভার্সিটি। সাড়ে এগারোটায় জেসমিনের ক্লাশ শেষ হবে। বাসায় যাবার পথে কলাবাগানের রাস্তা থেকে তুলে নেবে —

BanglaBook.org

সাড়ে এগারোটার দেরি আছে — কিন্তু আমিন ভয়ংকর স্পীডে মোটর সাইকেল ছুটিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌঁছল। মোটর সাইকেল রাস্তার পাশে ফেলে রেখে রুটিন খুঁজে ক্লাশরুম বের করে ও ক্লাশের বাইরে দাঁড়িয়ে রইল। পর পর তিনটি সিগারেট শেষ হওয়ার পর ক্লাশ শেষ হল। প্রথমে ছেলেরা বেরিয়ে আসে, তারপর মেয়েরা। জেসমিনকে দেখে আমিন চেঁচিয়ে ডাকল, এই যে শোন। জেসমিন চমকে উঠে অবাক হয়ে বলল, আমাকে ডাকছেন?

হ্যাঁ, শুনে যাও। আমিন দেখল, মেয়েটার চোখ-মুখ থমথমে হয়ে উঠেছে, একটু ইতস্ততঃ করে এগিয়ে এলো। কয়েকটি মেয়ে একটু দূরে জেসমিনের জন্যে অপেক্ষা করছিল, আমিন তাদের দিকে তাকিয়ে বলল, তোমরা যাও — ও একটু পরে আসছে।

মেয়েগুলি হকচকিয়ে উঠে তাড়াতাড়ি চলে গেল, জেসমিন ঢোক গিলে বলল, কি জন্যে ডেকেছেন?

শোন, তোমার কোন বন্ধু-বান্ধবের গাড়ি আছে?

আছে, কেন?

তাড়াতাড়ি তার গাড়ি করে তায় বাসায় চলে যাও — এক্ষুণি —

কিন্তু ওর গাড়ি আসবে বারোটার সময়। কেন? ভয়ে জেসমিনের গলার স্বর কেঁপে উঠল, কি হয়েছে?

আমিন কথার উত্তর না দিয়ে বাম হাত ঝাঁকুনি দিল অধৈর্য হয়ে। বলল, কি মুশকিল! তুমি তা হলে আস আমার সাথে —

কোথায়?

কেন্টিনে কিংবা অন্য কোনখানে, এখন তুমি বাসায় যেতে পারবে না!

জেসমিন ঠাণ্ডা গলায় জিজ্ঞেস করল, কেন? আপনার ইচ্ছা বলে?

আমিনের হাসি পেল — মেয়েটা ক্ষেপে যাচ্ছে। যদি জানত কত বড় বিপদ অপেক্ষা করছে তাহলে বাঁচার জন্যে ছুটে এসে ওর দুহাত চেপে ধরত। আমিন একটু হেসে বলল, ইউসুফকে চেন?

কেন? কি হয়েছে?

বিয়ে করবে ওকে?

ঝিক করে ঘুরে দাঁড়াল জেসমিন। ফর্সা মুখ লাল হয়ে উঠল সাথে সাথে। চোখে আগুন ঢেলে বলল, দালালি করতে এসেছেন ওর?

মোটেই না — তার উল্টোটা। যদি ইউসুফকে বিয়ে করা থেকে রেহাই পেতে চাও আমার কাছে কাছে থাক। নজরুলের দলবল বিয়ের সব জোগাড়যন্ত্র করে তোমাকে তুলে নেবার জন্যে কলাবাগানের মোড়ে অপেক্ষা করছে। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করেও যদি না পায় তাহলে এখানে আসবে নিশ্চয়ই —

জেসমিন বিস্ফারিত চোখে আমিনের দিকে তাকিয়ে রইল। তার চোখে প্রথমে

BanglaBook.org

অবিশ্বাস, তারপর ভয় এবং সবশেষে সন্দেহ ফুটে উঠেছে। আস্তে আস্তে বলল, আপনি যে সে দলের একজন না কিভাবে বুঝব?

আমিনের খেয়াল হল তার মুখে দাড়ি-গোফের জংগল, চুল উস্কুখুস্কু, কাপড়-জামা নোংরা এবং চোখ লাল। তাকে বিশ্বাস করার সত্যি কোন যুক্তিসংগত কারণ নেই। সে জেসমিনের দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, আমি অনেস্টির কোন প্রমাণ দেখাতে পারব না, কিন্তু প্রমাণ ছাড়াই তোমার আমাকে বিশ্বাস করতে হবে। কারণ হচ্ছে এই মুহূর্তে আমি ছাড়া আর কেউ তোমাকে রক্ষা করতে পারবে না।

আমিন সারাক্ষণ রাস্তার দিকে তাকিয়েছিল। কতক্ষণ অপেক্ষা করার পর নজরুলেরা এখানে খোঁজ করতে আসবে সে সম্পর্কে তার একটা মোটামুটি ধারণা ছিল কিন্তু হঠাৎ করে নজরুলদরকে জীপে করে এগিয়ে আসতে দেখে সে অবাক হল — এত তাড়াতাড়ি সে তাদের আশা করেনি। আমিন ব্যস্ত হয়ে বলল, ঐ যে আসছে!

জেসমিনের মুখ মুহূর্তে রক্তহীন হয়ে উঠে। আমিন বলল, আমায় বিশ্বেস করে তুমি দাঁড়িয়ে থাক — আর শোন, তুমি নিজে একটি কথাও বলতে যেও না। আর আমি ওদের যা বলব তা ওদের সামনে অস্বীকার করো না —

কি বলবেন?

তোমার-আমার ভিতরে প্রেম, এই সব —

জেসমিন লাল হয়ে ওঠে। আমিন বিব্রত হয়ে বলল, এছাড়া উপায় নেই। ইউসুফকে কথা দিয়ে এসেছে — যেভাবে হোক তোমায় তুলে নিতে চেষ্টা করবে — যদি তোমাকে আমার প্রেমিকা হিসেবে বিশ্বাস করাতে পারি তাহলেই শুধু ছেড়ে দেবে — ওদের কাছে আমার বন্ধুত্ব ইউসুফের বন্ধুত্ব থেকে বেশি দামী। আর প্রেমের কথা বললে দোষের কি আছে? সত্যি সত্যি তো আর তোমাকে আমার প্রেমে পড়তে হবে না —

জীপ কাছে এসে দাঁড়াল। নজরুল তার দলবল নিয়ে লাফিয়ে নেমে পড়ল —

আমিনকে জেসমিনের সাথে দেখে একটু অবাক হয়েছে — কিন্তু জেসমিনকে খুঁজে বের করার পরিশ্রমটা কমিয়ে দিয়েছে বলে ওরা খুশি হয়ে উঠল। সবাই ছড়িয়ে ছিটিয়ে এগিয়ে আসতে থাকে — জেসমিন কেঁপে উঠে আমিনের কাছে এগিয়ে আসে। আমিন মুখে একটা আহত ক্ষোভের ভাব ফুটিয়ে কঠোর স্বরে ধমকে উঠে বলল, নজরুল?

নজরুল থতমত খেয়ে বলল, কি?

এসব কি শুনছি?

কি?

তোমরা জেসমিনকে তুলে নিতে এসেছ ইউসুফের সাথে বিয়ে দেবার জন্যে? বিস্ময়ে নজরুলের চোখ কপালে উঠে যায়। অন্যেরা যে যেখানে আছে দাঁড়িয়ে পড়ল বোকার মত। আমিন তীব্রস্বরে বলল, আমি আরেকটু দেরি করে এলে কি সর্বনাশ

BanglaBook.org

হয়ে যেত! তোমরা সত্যি জানতে না আমি আর জেসমিন — মানে — ইয়ে — উই আর ইন লাভ —

নজরুল বিব্রতভাবে বলল, কি ভাবে জানব? তুমি —

আমি কি?

তুমি তো বলনি কখনো —

এসব কি বলে বেড়াতে হয়? মাইক ভাড়া করে বলে বেড়াব?

না, মানে কখনো তো একসাথে দেখিওনি — কারো কাছে শুনিওনি — কিভাবে বুঝব বল!

নজরুল আমিনের কথা বিশ্বাস করল — অনেকক্ষণ পাশে দাঁড়িয়ে হোঃ হোঃ করে হাসল, তারপর আমিনের কাঁধ চাপড়ে বলল, দোসত্। আমাদের আগে থেকে জানাবে তো, আরেকটু হলেই তো সেম সাইড হয়ে যেত।

জেসমিনের দিকে তাকিয়ে বলল, ভাবী! মিষ্টি খাওয়াতে হবে কিন্তু?

জেসমিন লাল হয়ে উঠল — লজ্জায় না অপমানে আমিন বুঝতে পারে না। নজরুলের দলবল বিভিন্ন জায়গা থেকে এসেছে — তারা এ রকম একটি মিশনের এ ধরনের পরিসমাপ্তি দেখে স্পষ্টতই মন খারাপ করেছে। সবাই বিরক্ত হয়ে জীপে গিয়ে বসে রইল — আমিনের পরিচিত কয়জন আর নজরুল শুধু খানিকক্ষণ খোশগল্প করে বিদায় নিল। জীপে উঠে চেঁচিয়ে বলল, তাড়াতাড়ি যেতে হয় — ইউসুফ সেজেগুজে বসে আছে।

আমিন বলল, একটা কলাগাছ নিয়ে যেও।

সবাই হেসে উঠল।

জীপটা দূরে মিলিয়ে যেতেই আমিন সন্তর্পণে একটা আটকে থাকা নিঃশ্বাস বের করে দিল — তারপর জেসমিনের দিকে তাকিয়ে কি বলতে গিয়ে থেমে যায়। জেসমিনের চোখে টলটল করছে পানি।

আমিনের ভারি মায়া হল মেয়েটার জন্যে। আস্তে আস্তে বলল, দেখ জেসমিন, শুধু শুধু দুঃখ পেয়ো না। এদেশে মেয়ে হয়ে জন্মালে এসব অপমান দু'একবার সহ্য করতেই হবে। অপমানটা আসলে তোমার না — অপমান এই সোসাল স্ট্রাকচারের —

রুমাল বের করে জেসমিন চোখ মুছে বলল, আপনাকে কি বলে যে ধন্যবাদ দেব! আপনি না থাকলে কি সর্বনাশ যে হত! অথচ প্রথমে আপনাকে বিশ্বাসই করিনি।

আমাকে বিশ্বাস করবে এ রকম আশা আমিও করি না। যাই হোক, এসব কিছু ভুলে যেও। কয়েকদিন ক্লাশে এসে কাজ নেই — আমি এদিকে সব ঠিক করে নেব। তোমাকে আর কেউ বিরক্ত করবে না। আর একটা কথা —

জেসমিন চোখ তুলে তাকাল, কি?

BanglaBook.org

তোমাদের মত এত সুন্দরী মেয়েরা বিয়ে কর না কেন? অন্তত ভাল একটা ছেলে দেখে প্রেমেও তো পড়ে যেতে পার, এসব ঝামেলা হয় না তাহলে।

জেসমিন কি একটা বলতে গিয়ে থেমে গেল, তারপর ভারী সুন্দর করে হাসল, আমিনের বুকের ভিতর নড়েচড়ে গেল সে হাসি দেখে। কাঁপা গলায় বলল, আমি যাচ্ছি, তুমি একটা স্কুটারে করে বাসায় চলে যাও।

আমার এখন ভয় করছে।

কিছু ভয় নেই। এসো, তোমাকে স্কুটারে তুলে দিচ্ছি।

না না, স্কুটারে যাব না।

কেন?

ভয় করে —

বেশ, আমি না হয় মোটর সাইকেলে করে পিছে পিছে এগিয়ে দিয়ে আসি?

জেসমিনের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠে, দেবেন, সত্যি?

আমিন হাসল, কেন দেব না?

জেসমিনকে বাসায় পৌঁছে দিয়ে আমিন ফিরে এলো। জেসমিনের অনেক অনুরোধেও ওদের বাসায় ঢুকল না। যে চেহারা, পোশাক তাতে ঢোকা উচিত না। ওর আব্বা এয়ারফোর্সের লোক। কেন এসেছে জিজ্ঞেস করে বসলে কি বলবে?

পরদিন দুপুরে হঠাৎ করে টেলিফোন বেজে উঠল। রিসিভার তুলতেই আমিন শুনল, এটা কি আমিনুল ইসলামের বাসা?

জেসমিনের কণ্ঠস্বর। কাল ফোন নম্বর নিয়েছে জরুরী প্রয়োজনে যোগাযোগ করার জন্যে। আমিন উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করল, কে, জেসমিন?

হ্যাঁ।

কি খবর?

খুব তো বলে দিয়েছেন ইউনিভার্সিটি যাবেন না কয়েকদিন, সময় কাটান কেমন করে সেটা বলে দিলেন না?

তাই বল, আমিন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে, আমি ভাবলাম আবার বুঝি ইউসুফ খান হানা দিল। সময় কাটানো আবার কোন ঝামেলা নাকি? গল্প বই নেই বাসায়?

হুঁ — অনেক!

বসে বসে পড়।

মুড নেই।

তাহলে ঘুমাও —

দুপুরে আমি ঘুমাই না।

মোটা হয়ে যাবার ভয়?

বলতে পারেন।

BanglaBook.org

আমরা হাজার চেষ্টা করেও গায়ে একটু মাংস লাগাতে পারি না, আর তোমাদের ভয় এই বুঝি মোটা হয়ে গেলে।

সুর পাল্টে জেসমিন জিজ্ঞেস করল, কি করছিলেন? ডিস্টার্ব করলাম না তো?

কি যে বল! একটা সুন্দরী মেয়ে ফোনে ডেকে কথা বললে ছেলেরা ডিস্টার্বড ফিল করে কখনো?

জেসমিন চুপ করে রইল, আমিন বুঝল, লজ্জা পেয়েছে। হাসতে হাসতে বলল, সামনে আয়না আছে তোমার?

কেন?

আছে কিনা বল আগে।

আছে।

তাকিয়ে দেখো তো লাল হয়ে গেছ নাকি।

দেখলাম।

কি?

হয়েছি।

আমিন হাসতে হাসতেই বলল, সামনাসামনি দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে।

লাল হয়ে উঠলে তোমাকে যা দারুণ দেখায়! মনে আছে সেই যে —

আপনি কি সব সময় এভাবে কথা বলেন?

কোন্‌ভাবে?

এই যে আমার সাথে যেভাবে বলছেন?

কিভাবে বলছি?

খোঁচা দিয়ে খোঁচা দিয়ে।

খোঁচা? খোঁচা কখন দিলাম? এই অল্প সময়ে কতবার তোমার সৌন্দর্যের রেফারেন্স দিলাম খেয়াল করেছ? মেয়েদের সৌন্দর্যের প্রশংসা করলে মেয়েরা খুশি হয়, জান না?

জানি দেখেই জিজ্ঞেস করছি। মনে হচ্ছে ডেলিবারেটলী আমাকে খুশি করার চেষ্টা করছেন।

খুশি তো হয়েছ, নাকি হওনি?

যান। আমাকে বাচ্চা খুকী পেয়েছেন?

পেয়েছিই তো। সব মেয়েরাই এক একটা বাচ্চা খুকী। মেন্টালী ইমম্যাচিওর্ড।

সত্যিই তাই ভাবেন, না আমাকে রাগানোর জন্যে বলছেন?

সত্যিই তাই ভাবি।

জেসমিন একটা কৃত্রিম দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, খুব দুঃখের কথা!

কিছু দুঃখের না। মেয়েদের মেন্টালী ইমম্যাচিওর্ড হওয়াই ভাল। পৃথিবী তাহলে অনেক সুখের হয়।

BanglaBook.org

জেসমিন খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব?

এক সেকেণ্ড। আমি বলব তুমি কি জিজ্ঞেস করবে?

বলুন।

তুমি জিজ্ঞেস করবে আমি কেন পড়াশুনা ছেড়ে দিলাম, রাইট?

জেসমিন কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করল, আশ্চর্য! আপনি কিভাবে বুঝলেন?

বলব?

বলুন।

শোন তাহলে। গতকাল তোমাকে ইউসুফ খানের ঝামেলা থেকে বাঁচিয়ে দেয়ার পর আমার প্রতি তোমার আগের ধারণাটা পাল্টে-উল্টে খানিকটা কৃতজ্ঞতা জমেছে। তাছাড়া তোমার চেহারায় এমন একটা কিছু আছে যার জন্যে আমার আগে অন্য কোন ছেলে তোমার সাথে এই প্রেম-ট্রেম সম্পর্কে সহজভাবে কথা বলতে পারেনি, তাই আমার কয়েকটা স্ট্রেট স্টেটমেন্ট তোমাকে খুব টাচ্ করেছে। তার উপর আমার এই অগোছালো বোহেমিয়ান ভাব হয়তো তোমাকে বেশ এট্রাক্ট করেছে, অনেক সময় করে বলে জানি। তাই আমি যখন তোমাকে বলেছি একটা বিয়ে করে নিতে কিংবা প্রেম করে নিতে, তখন তুমি সিরিয়াসলী ব্যাপারটা চিন্তা করে দেখেছ। প্রথমে আমাকেই বাজিয়ে নিতে চাইছ প্রেমিক হিসাবে আমি কেমন স্ট্যাণ্ডার্ড, শুনছ? হ্যালো—

বলুন। জেসমিনের গলার স্বর বরফের মত শীতল।

যা বলছিলাম, তুমি এভাবে হিসাব করেছ — চেহারা ঃ দাড়ি-গোঁফ কাটলে চলনসই, কথাবার্তা ঃ ভালই, তবে একটু বেশি চাঁছাছোলা, আচার-ব্যবহার ঃ বেশি সুবিধের নয় তবে ঠিক করে নেয়া যেতে পারে, কাপড়-চোপড় ঃ দামী কিন্তু আগোছালো এবং নোংরা। পড়াশোনা ঃ ভালই ছিল, তবে ইদানীং ছেড়ে দিয়েছে। ওটা যদি আবার শুরু করে তা'হলে প্রেমিক হিসেবে দাঁড় করান যায়। আবার কি শুরু করবে? উত্তরটা জিজ্ঞেস করে জেনে নিলেই হয়, কাজেই ফোন করে জিজ্ঞেস করলে, এটা আমিনুল ইসলামের বাসা?

ওপাশে খট করে শব্দ হল — ফোন রেখে দিয়েছে, আমিন স্পষ্ট দেখতে পেল লাল টকটকে হয়ে গেছে রাগে। আমিন ফোন রেখে দিয়ে আপন মনে হাসল। খানিকক্ষণ পরেই ওর খারাপ লাগা শুরু হল — মনে হল, এরকম করা উচিত হয়নি। অনেকক্ষণ ইতস্ততঃ করে সে জেসমিনের কাছে ডায়াল করল, জেসমিনের গলার স্বর শুনতে পেল সাথে সাথে, মনে হল কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল। আমিন বলল, জেসমিন! তখন ফোন রেখে দিলে যে! আমার কথা তো শেষ হয়নি —

কিন্তু আমার শোনার ইচ্ছে শেষ হয়েছিল।

BanglaBook.org

শেষ পর্যন্ত না শুনলে তো মুশকিল — ভুল ধারণা রয়ে যাবে। আমার কথা শুনে রাগ করলে নাকি?

জেসমিন চুপ করে রইল। আমিন বলল, রাগ করো না। যেগুলি বলছিলাম সেগুলি সত্যি এমন কথা তো বলিনি — ওগুলি ছিল আমার এম্বিশাস কল্পনা। সব ছেলেরাই কল্পনা করতে ভালবাসে যে মেয়েরা তার প্রেমে পড়েছে — অন্যেরা সেটা প্রকাশ করে না, আমি করে ফেলি। এই পার্থক্য! শুনছ? হ্যালো —

বলুন — তুমি হয়ত আমার কথা শুনে মনে মনে হাসছ। ছেলেরা খুব সহজে প্রেমে পড়ে — কোন রকম চিন্তা-ভাবনা না করে হুট করে পড়ে যায়, আমিও যেভাবে পড়ি। মেয়েরা কিন্তু ছেলেদের মত এত সহজে প্রেমে পড়ে না, অন্তত তোমাদের বয়সী মেয়েরা, আমি যতটুকু জানি। শুনছ? হ্যালো —

বলুন —

হ্যাঁ, যা বলছিলাম, মেয়েরা হিসেব না করে প্রেমে পড়ে না। অন্তত কুড়ি-পঁচিশটা ছোকরা তোমার প্রেমে পড়ে আছে — আরো একজন বাড়লে তোমার কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু ঐ কুড়ি-পঁচিশটা ছোকরার সাথে আমার পার্থক্য — তারাও উল্টো তোমার সাইড থেকে খানিকটা প্রেম আশা করে। আমি করি না। বরং তুমি যদি আমার প্রেমে পড়ে যাও —

আপনি আশা করে আছেন যে, আমি —

না, না, মোটেই না, তুমি আমার প্রেমে পড়েছ আমি কখনও সে কথা বলিনি, এমনকি, আমি ভুলেও তা আশা করি না। কিন্তু আমি ফ্র্যাংকলি স্বীকার করছি, তোমার জন্যে আমার দুর্বলতা রয়েছে — প্রেম বলছি না — কারণ প্রেম ভিন্ন জিনিস — ওতে ভবিষ্যত প্ল্যান থাকে। তোমার জন্যে আমি ফীল করি — তাই ইউসুফ খানের হাত থেকে তোমাকে বাঁচিয়েছি — কিন্তু আগে আমার সামনে নজরুলেরা মেয়েদের জোর করে ধরে এনে বিয়ে দিয়েছে, আমি কোথাও বাধা দিইনি। তাদের জন্যে আমার কোন রকম ফিলিংস ছিল না।

আমিন বিব্রতভাবে খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, আমি ঠিক বোঝাতে পারলাম না। তারপর হঠাৎ ভীষণ অপ্রাসংগিকভাবে বলে ফেলল, আসলে আমি আর মাত্র এক কি দু'বছর বাঁচব কিনা!

এর আগে সে কাউকে নিজের থেকে তার অসুখের কথা বলেনি। জেসমিনকে বলবে এরকম কোন পরিকল্পনা তার ছিল না। কিন্তু হঠাৎ কেন যে বলে ফেলেছে সে নিজেও বুঝতে পারল না। জেসমিন বিস্মিত কণ্ঠে বলল, কি বললেন?

না, কিছু না!

কি বললেন? এক কি দু'বছর বাঁচবেন — মানে?

আমিন ইতস্ততঃ করে বলল, আমি কাউকে বলিনি — লোকজন আমায় করুণা করবে সে আমি দু'চোখে দেখতে পারি না। তোমায় যে কেন ঝোঁকের মাথায় বলে

BanglaBook.org

ফেললাম — যাক গে, তুমি কাউকে বল না, আমার মারাত্মক একটা অসুখ রয়েছে — যে অসুখের চিকিৎসা নেই। এই অসুখ হলে মানুষ দু'-এক বছরের বেশি বাঁচে না। ক্যান্সারের মত।

মানে? আপনি — জেসমিন কথার খেই ঘুরিয়ে ফেলল, একটু পর জিজ্ঞেস করল, কি অসুখ?

আমিনের মুখে লম্বা ল্যাটিন ডাক্তারি নামটা শুনে জেসমিন চুপ করে রইল। আমিন একটু অপেক্ষা করে বলল, খুব শক পেয়েছ মনে হচ্ছে! আমার কাছে ব্যাপারটা খুব সহজ হয়ে গেছে। অনেকদিন হল তো — পড়াশুনা এ জন্যই ছেড়ে দিয়েছি। কি হবে করে?

আমার খারাপ লাগছে শুনে! ইশ! কেন বললেন —

সত্যিই বলা উচিৎ হয়নি — ইউজুয়ালী বলি না।

না — না — এ কি বললেন আপনি?

আরে কি আছে! এখনই তো মরছি না — আরো অন্ততঃ দু'বছর। এখনো অনেক সময় —

জেসমিন চুপ করে রইল — অথচ ফোন ছেড়েও দিচ্ছে না। আমিনও রিসিভার ধরে দাঁড়িয়ে রইল। অনেকক্ষণ পর জেসমিন কাতর গলায় বলল, আপনি ঠাট্টা করে বলছেন না?

অনেক কষ্ট করেও আমিন দীর্ঘ নিঃশ্বাসটা আটকাতে পারল না। আস্তে আস্তে বলল, ঠাট্টা করে বলতে পারলে আমিই কি কম খুশি হতাম? যাই হোক, রেখে দিই আজ। কেমন?

জেসমিনের প্রায় অস্পষ্ট সম্মতি শুনে আমিন রিসিভার রেখে দিল। কি এক অজ্ঞাত কারণে তার খুব ফাঁকা ফাঁকা লাগতে থাকে।

পরদিন রাতে খাবার টেবিলে টিপু বলল, দাদা, তোমার কাছে একটা মেয়ে ফোন করেছিল। নাম জেসমিন।

করেছিল নাকি? কিছু বলতে বলেছে?

নাহ্।

আম্মা পাশে দাঁড়িয়েছিলেন, একটু এগিয়ে এলেন কৌতূহলী হয়ে। জিজ্ঞেস করলেন, কে মেয়েটা?

চিনবে না, আমাদের সাথে পড়ে।

বিয়ে হয়েছে?

এক মুহূর্ত চিন্তা করে আমিন বলল, হ্যাঁ। ব্যাপারটা এখানেই চুকিয়ে দেয়া ভাল। নয়তো আম্মা আরো উৎসাহ দেখিয়ে যাবেন।

খাওয়া শেষ হলে আমিনের পিছু পিছু টিপু তার ঘরে উঠে আসে। আমিন

BanglaBook.org

জিজ্ঞেস করল, কি রে, কিছু বলবি?

মেয়েটা কে?

আমিন অবাক হয়ে বলল, কোন্ মেয়েটা?

জেসমিন!

তোর কি দরকার?

না — এমনি।

তোকে কিছু বলেছে?

হুঁ। বাসার ঠিকানা নিয়েছে আর জিজ্ঞেস করছে তোমার একটা ভয়ংকর অসুখ আছে কথাটা সত্যি কি না।

তুই কি বলেছিস?

বলেছি আছে।

শুনে কি বলল?

কিছু বলেনি, ফোন রেখে দিল।

আমিন একটা সিগারেট ধরায়। টিপু খানিকক্ষণ ইতস্ততঃ করে জিজ্ঞেস করল, দাদা, মেয়েটা কি খুব সুন্দরী?

আমিন অবাক হয়ে টিপুর দিকে তাকাল, বলল, তুই শুনে কি করবি?

কাজ আছে। বল না, মেয়েটা কি খুব সুন্দরী।

হ্যাঁ।

তোমার সাথে — ইয়ে — মানে প্রেম হয়েছে নাকি? টিপু কথা শেষ করার আগেই লাল হয়ে উঠে।

আমিন চটে উঠে বলল, ভাগ্ এখান থেকে। বড় ভাইয়ের প্রেমের খবরদারি করতে এসেছেন।

খবরদারি না, আমি শুধু জানতে চাই —

কি করবি জেনে?

কিছু না, শুধু জেনে রাখব — টিপু স্থির শীতল চোখে আমিনের দিকে তাকাল। আমিন খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে কঠোর গলায় বলল, ফাজলেমি করিস নে, বিদেয় হ এখান থেকে।

টিপু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বেরিয়ে গেল।

কয়েকদিন পর আমিন একটা চিঠি পেল। বহুকাল ও কোন চিঠিপত্র পায় না। খাম দেখেও কার চিঠি কিছুতেই আন্দাজ করতে পারছিল না — খুলতে গিয়ে ও অবাক হয়ে লক্ষ্য করল, কেউ খুব সন্তর্পণে এর আগে চিঠিটা খুলেছে। নতুন করে লাগানোর সময় যে আঠা ব্যবহার করেছে সেটা এখনো কাঁচা। খাম খুলে ও হতবাক হয়ে বসে থাকে। ভিতরে জেসমিনের ছোট্ট একটা চিঠি। চিঠির উপর কোন সম্বোধন নেই। হঠাৎ করে শুরু হয়েছে —

BanglaBook.org

আমি এই চিঠিতে যে কাজটি করতে যাচ্ছি, সে কাজটি ছেলে এবং মেয়ের ভিতরে এ পর্যন্ত সব সময়ই ছেলেরা করে এসেছে। আপনার এবং আমার বেলায় ব্যাপারটি ভিন্ন — আমি আপনার একটা ভুল ধারণা ভেঙে দিতে চাই। আপনার জীবনসীমা নির্ধারিত হয়ে আছে বলে আপনার সম্পর্কে আমার নিজস্ব হিসেবের কোন পরিবর্তন হয়নি।

সেদিন টেলিফোনে নির্ভুলভাবে আমার হিসেব ব্যাখ্যা করেছিলেন, যদিও তখন আমি প্রতিবাদ করেছিলাম মেয়ে জাতির স্বাভাবিক অহমিকাবোধ বজায় রাখার জন্যে।

কি বলতে চাইছি তা নিশ্চই বুঝতে পারছেন, এর থেকে বেশি স্পষ্ট করে লিখতে পারব না, হাজার হলেও আমি মেয়ে।

— জেসমিন।

পুনশ্চ ঃ আমি টেলিফোনের কাছে আছি।

আমিন অসংখ্যবার চিঠিটা পড়ল তারপর বালিশে মুখ গুঁজে শুয়ে রইল। এক অজানা আবেগে তার ভিতরটা থর থর করে কাঁপছে। বালিশে মুখ ঘষতে ঘষতে ও বলল, জেসমিন, জেসমিন

অনেক রাতে টিপুকে ডেকে আমিন জিজ্ঞেস করে, আমার চিঠি খুলেছিলি কেন? টিপু ভীষণ চমকে ওঠে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। আমিন ধমকে উঠে বলল, এসব কি নোংরামি শুরু করেছিস?

টিপু কাতর মুখে বলল, বিশ্বাস কর দাদা, নোংরামি না। তোমাকে জিজ্ঞেস করলাম, সেদিন তুমি বলতে চাইলে না, তাই দেখতে চাইছিলাম —

কি?

তোমাদের দু'জনের প্রেম হয়েছে কি না।

আমিন অবাক হয়ে টিপুর দিকে তাকিয়ে থাকে। এমন আশ্চর্য খাপছাড়া কৌতূহলও কারও থাকে? ঠাণ্ডা গলায় জিজ্ঞেস করল, তুই ব্যাটা ছেলে না — এসব মেয়েলী কৌতূহল কোথায় শিখলি?

মেয়েলী কৌতূহল না দাদা — এটা আমার জানা সত্যি খুব দরকার ছিল —

আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার জানার দরকার তোর?

টিপু মাথা নাড়ল। আমিন রাগ হতে গিয়ে আরো অবাক হয়ে ওঠে। জিজ্ঞেস করল, কি হয়েছে বল তো।

জিজ্ঞেস করো না, কাইণ্ডলি। বলে বোঝাতে পারব না।

আমিন খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, ঠিক আছে, যা তুই।

টিপু মাথা নত করে চলে গেল। আমিন অনেকক্ষণ বসে বসে ভাবে — তার ছোট ভাইটিকে সে কোনদিন বুঝতে পারেনি অথচ কেন জানি তার মনে হয় টিপু

BanglaBook.org

তাকে খুব ভাল বুঝতে পারে। টিপুর কাছে তার মনের অন্ধিসন্ধি জটিলতা কিছু লুকানো নেই। কেন এ রকম হল কে জানে!

জেসমিন চিঠিতে লিখেছে সে টেলিফোনের পাশে অপেক্ষা করছে, কিন্তু আমিন টেলিফোন থেকে দূরে দূরে থাকল। পুরো ব্যাপারটাই তার কাছে অবাস্তব মনে হচ্ছিল। তাছাড়া নীতিগতভাবেও সে কোন মেয়ের কাছাকাছি যেতে নারাজ — তার জন্যে তার নিজের যত কষ্টই হোক না কেন। আমিন জেসমিনের আহ্বান এড়িয়ে, তাকে আঘাত না দিয়ে কিভাবে ব্যাপারটি শেষ করে ফেলবে তার পরিকল্পনা করতে থাকে। নিজেকে শান্ত করার জন্যে সে আবার বান্দরবন পাহাড়ে চলে যাবার পরিকল্পনা করল, অনেক দিনের জন্যে। যাবার আগে জেসমিনের সাথে সে শেষবারের মত কথা বলে নিতে চাইল।

জেসমিন কি বলবে — তার উত্তরে জেসমিন কি বললে সে কি বলবে সব ঠিক করে নিয়ে এক নির্জন দুপুরে সে টেলিফোন তুলল। ডায়াল করার সাথে সাথেই জেসমিনের রিনরিনে গলার স্বর শুনতে পায়। আমিন নরম গলায় জিজ্ঞেস করল, কে? জেসমিন?

জেসমিন মৃদু চিৎকার করে উঠল, ইশ! এতদিন পরে টেলিফোন করার কথা মনে হল? আমি অপেক্ষা করতে করতে —

সব ঠিক করে রাখা কথা ভুলে গিয়ে অমিন ব্যাকুল গলায় ডেকে উঠল, জেসমিন — জেসমিন, শোন —

কি?

বিদুৎস্পর্শের মত ওর শরীরে কি একটা ঘটে গেল, তারপর আমিনের আর ফেরার পথ রইল না।

BanglaBook.org

প্রেম-ভালবাসা সম্পর্কে আমিনের অভিজ্ঞতা অল্প। স্কুলে থাকাকালীন তার সমবয়সী একটা মেয়ে হঠাৎ করে বড় হয়ে যাবার পর তার জন্যে আমিন তীব্র আকর্ষণ অনুভব করেছিল। তার সমবয়সী ঐ মেয়েটি তার থেকে এক ক্লাশ নিচে পড়েও হঠাৎ করে কিভাবে এ রকম দুর্বোধ্য হয়ে উঠল ভেবে সে খুব অবাক হত। চাপা স্বভাবের আমিন খুব সতর্কতা নিয়ে তার মনোভাব মেয়েটির কাছ থেকে লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করেছিল কিন্তু সে মেয়েটি তার মনোভাব খুব ভাল করে জানতো। আমিনকে নানাভাবে যন্ত্রণা দেয়া ছাড়া আর অন্য কিছুতে মেয়েটি আনন্দ পেত না। ঈর্ষা নামক বস্তুটার সাথে ঠিক তখনই আমিনের পরিচয় ঘটে। মনে আছে, একদিন প্রচণ্ড ঈর্ষায় ক্ষেপে গিয়ে সে মেয়েটিকে একলা পেয়ে আঁকড়ে ধরে চুমু খেয়েছিল, একটি মেয়েকে অপমান করার এর থেকে বড় কিছু তার জানা ছিল না। মেয়েটির ঠাণ্ডা চোখের দিকে তাকিয়ে পরে তার হাত-পা শীতল হয়ে গিয়েছিল, আমিন নিশ্চিত বুঝতে পেরেছিল, মেয়েটি তার বাসায় এটি বলে দেবে এবং তার পরবর্তী ফল কি হবে চিন্তা করে তার হাত-পা শরীরের ভিতর সেঁধিয়ে যাচ্ছিল। মেয়েটি ঘটনাটা চেপে যাওয়ায় সে খুবই অবাক হয়েছিল — কিন্তু তার সাথে সবরকম সম্পর্ক বন্ধ করে দেয়ায় তার দুঃখের সীমা ছিল না। মেয়েটা তাকে ক্ষমা করেনি এবং আমিন আজীবন এই মেয়েটার জন্যে একটা জ্বালা-ধরানো আকর্ষণ বয়ে বেড়িয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে সে তার থেকে দু' ক্লাশ উপরের একটি মেয়ের প্রেমে পড়ে যায় — পৃথিবীর অন্য কেউ সে ঘটনাটা না জানলেও সেই মেয়েটি তা বুঝতে পেরেছিল। মেয়েটি তাকে প্রশ্রয় দিয়েছিল — কিন্তু একটা অজ্ঞাত কারণে সে মেয়েটির কাছ থেকে সরে আসে। মেয়েটির বিয়ে হয়ে চলে না যাওয়া পর্যন্ত সে মানসিকভাবে বড়ই বিক্ষিপ্ত হয়েছিল।

এর পরেও মাঝে মাঝে একটি-দুটি মেয়ে তার বুকের ভিতর জ্বালা ধরিয়ে দিত। সে কয়েক রাত বালিশ বুকে চেপে এপাশ-ওপাশ করে আস্তে আস্তে ভুলে যেত। সে প্রায়ই দেখেছে, যে মেয়ের চেহারা, হাসির ভঙ্গি বা দৃষ্টি দেখে সে অপ্রকৃতিস্থ হয়েছে সে আসলে অতি সাধারণ, মানসিকভাবে অপরিপক্ক ; এবং ক্ষুদ্র গণ্ডীর মাঝে সীমাবদ্ধ থেকে সন্তুষ্ট। আমিন উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছেলে, অল্পতে সে এ পর্যন্ত সন্তুষ্ট হয়নি।

জেসমিনের বেলাতেও সে ভেবেছিল, অল্প কয়দিন যন্ত্রণা পাবার পর সে মেয়েটিকে ভুলে যাবে। কয়েকদিন পার হবার পর সত্যি সত্যি তার মনের তীক্ষ্ণ অংশগুলি ভোঁতা হয়ে এসেছিল। ইতিমধ্যে সে যখন আবিষ্কার করল যে, তার বেঁচে

BanglaBook.org

থাকার দিন গুনে শেষ করে ফেলা যায়, সে একটা বড় ধরনের আঘাত পেল। অল্প কয়দিনে তার জীবনের প্রতি মূল্যবোধ পাল্টে গেল — সবকিছু ধরা পড়ল নতুনভাবে। তার দেহ-মন হঠাৎ করে একটা মেয়ের ভালবাসা পেতে বুভুক্ষু হয়ে উঠল কিন্তু একটা স্ববিরোধী আক্ষেপ তাকে কোন মেয়ের কাছে ঘেঁষতে দিল না। তার মনে হতে লাগল, এই অল্প কয়দিনের জীবন নিয়ে কোন মেয়ের ভালবাসা পাওয়ার ইচ্ছেটাও পাপ হবে। আস্তে আস্তে সে নিজেকে গুটিয়ে ফেলছিল, গোপন অনুভূতিগুলি আরো গোপন করে ফেলেছিল প্রায় জোর করে। ঠিক এই সময়ে জেসমিন এসে তার সবকিছু ওলট-পালট করে দিল।

জেসমিনের সাথে তার ভালবাসার প্রথম কয়টি দিন কাটল একটা ঘোরের মত। ওকে দেখলে ওর যন্ত্রণা হত — না দেখলেও যন্ত্রণা হত। জেসমিনের কণ্ঠস্বর, হাসির ভঙ্গি বা স্বচ্ছ দৃষ্টি তাকে জৈবিকভাবে আলোড়িত করত। সব সময় তার ইচ্ছা করত, জাপটে বুকে চেপে ধরে মুখে মুখ ঘষে নিজেকে শেষ করে দিতে। কিন্তু কিছুই না করে সে শুধু জেসমিনের দিকে বড় বড় চোখে তাকিয়ে থাকত।

অল্প কয়দিন পরেই জেসমিন বিয়ের কথা বলল, খুব সহজভাবেই। সেদিন বিকেল বেলা এক নিরিবিলি রেস্টুরেন্টে বসে ওরা চা খাচ্ছিল। খানিকক্ষণ উসখুস করে জেসমিন বলল, তোমার টিপু নামের একটা ছোট ভাই আছে, না?

হ্যাঁ।

খুব অবাক ধরনের ছেলে, না?

আমিন অবাক হয়ে বলল, তুমি জান কেমন করে?

সেদিন ডিপার্টমেন্টে আমাকে খুঁজে বের করেছে।

আমিন চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে শংকিত হয়ে বলল, কি বলেছে?

জেসমিন হাসতে হাসতে বলল, বেচারা লজ্জায় লাল-টাল হয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করল, আপনি কি সত্যি দাদাকে ভালবাসেন?

আমিন দম বন্ধ করে জিজ্ঞেস করল, তুমি কি বললে?

আমি আচ্ছা করে বকে দিলাম — বলে দিলাম ছেলেমানুষকে ছেলেমানুষের মত থাকতে।

টিপু কি করল তারপর?

খুব অস্বস্তিতে পড়ে গেল। চলে যেতে যেতে আবার ফিরে এসে জিজ্ঞসে করল —

কি?

জেসমিন একটু লাল হয়ে উঠল। মাথা নিচু করে বলল, জিজ্ঞেস করল, আপনারা কি বিয়ে করবেন?

তুমি কি বললে?

আমি প্রথমে ওকে আরেকবার বকে দিলাম। কিন্তু ওকে দেখে মনে হল, এটি

BanglaBook.org

জানতে না পারলে ওর ভয়ানক সর্বনাশ হয়ে যাবে, আমার একটু মায়াই হল! এসব জেনে কি করবে জিজ্ঞেস করলাম — কিছুই বলতে চায় না। শুধু বলল, বাজে কৌতূহল যেন মনে না করি। ব্যারপাটা ও বোঝাতে পারবে না, কিন্তু ওর নাকি জানা দরকার।

তারপর?

শেষে যখন কিছুতেই না শুনে যেতে চায় না, তখন বলতেই হল।

কি বললে?

বললাম, আমরা মাস খানেকের মাঝে বিয়ে করব।

আমিন চুপ করে রইল। জেসমিনকে বিয়ে করে ওরা স্বামী-স্ত্রীর মতো বাস করবে এটা ওর বিশ্বাস হতে চায় না। জেসমিন মুখের রংটা স্বাভাবিক করে আমিনের দিকে তাকাল, আমার উত্তর শুনে তোমার ভাইয়ের চেহারা কেমন হল জান?

কেমন?

ফ্যাকাসে হয়ে গেল? জেসমিন শব্দ করে হেসে উঠে বলল, আমাকে দেখে কি ভয় পাওয়ার কথা? বিয়ের কথা শুনে ও ভয় পেল কেন?

আমিন উত্তর দিল না। খানিকক্ষণ পর বলল, পাজিটাকে পেয়ে নেই।

জেসমিন ব্যস্ত হয়ে বলল, না — না — প্লীজ, ও-কাজটি কর না। আমি ওকে কথা দিয়েছি ওর সাথে আমার কি কথা হয়েছে কাউকে বলব না।

তা হলে আমাকে বললে যে?

জেসমিন মাথা নিচু করে বলল, আমি বিয়ের কথা তুলতে চাইছিলাম, এমনি বলতে পারছিলাম না, লজ্জা লাগছিল। তাই —

আমিন নিঃশ্বাস ফেলে বলল, সত্যি তুমি বিয়ের ব্যাপারে সিরিয়াস?

জেসমিন বলল, আরে। তুমিও দেখি টিপুর মত ভয় পাচ্ছ!

আমিন হেসে উঠল, বলল, ভয় পাচ্ছি না, ভাবছি।

এসব ব্যাপারে অনেক ভাবনা-চিন্তা দরকার। আমিন যখনই একা থাকে পুরো ব্যাপারটা ভেবে দেখে। তার এই অবস্থায় বিয়ে করা কতটুকু যুক্তিযুক্ত ভেবে পায় না। আবার একথাও সত্যি, জেসমিনকে না দেখে সে এখন আর একদিনও থাকতে পারে না।

আমিনের নিজের সিদ্ধান্ত নেয়ার দরকার হল না, জেসমিনই দু'জনের হয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছে। একটি বিয়ে হওয়ার জন্যে যেসব পারিবারিক প্রস্তুতি আর আনুষ্ঠানিকতা হওয়া দরকার, সবাইকে অবাক করে দিয়ে একটি একটি করে সেগুলি ঘটতে লাগল।

আমিনের আম্মা প্রথমে ব্যাপারটি বিশ্বাস করতে পারেননি। পরে যখন দেখলেন, জেসমিন আর আমিনের সম্পর্ক সত্যিই আন্তরিক এবং তাদের বিয়ের প্রস্তাবে জেসমিনের বাসা থেকে কোন গুরুতর আপত্তি উঠল না, তখন তাঁর খুশির সীমা

BanglaBook.org

থাকল না। তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলেন যেন আমিনের ভয়ংকর অসুখের খবরটি জেসমিন আর তার বাসার কাছে গোপন রাখা হয়। টিপুর মুখে যখন শুনলেন জেসমিন আমিনের ভয়ংকর অসুখের খবরটি জেনেশুনেই বিয়ে করতে রাজি হয়েছে তখন তার প্রতিক্রিয়া হল অদ্ভুত — জেসমিনের প্রতি তিনি একটা বিচিত্র বিতৃষ্ণা অনুভব করতে লাগলেন।

আমিনের আম্মার বিতৃষ্ণা, জেসমিনের আম্মা-আব্বার নীরব ভর্ৎসনা, টিপুর বিচিত্র আশংকা এবং পরিচিত সকলের বিস্ময়ের মাঝে আমিন আর জেসমিনের বিয়ের দিন এগিয়ে আসতে লাগল। আমিনের এক শিল্পীবন্ধু বিয়ের কার্ডের ডিজাইন করে ছাপিয়ে এনে দিল। বিয়ের বাজার, টুকিটাকি কেনা-কাটা, গহনার ফরমাশ এসমস্ত ঝামেলায় আম্মার দম ফেলার সময় থাকল না। আমিনের প্রবল আপত্তির জন্যে আম্মা দেশ থেকে আত্মীয়স্বজনকে আনাতে পারলেন না — তবু কাছাকাছি কয়েকজন আত্মীয়স্বজন এলো ওদের বাসায়।

বিয়ের হাজারটা ঝামেলার মাঝে থেকেও কিভাবে জানি টিপু নিজেকে সরিয়ে রেখেছে, তার উপর কোন রকম কাজের ভার দেয়া যাচ্ছে না। কেউ কিছু চাপিয়ে দিলেও সে কৌশলে অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দিচ্ছে। টিপু দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা আমিনের পিছু পিছু থাকে — আমিন জানতেও পারে না, ঘরে-বাইরে সব জায়গায় এক অজ্ঞাত কারণে টিপু তাকে অনুসরণ করে চলেছে — চোখে চোখে রাখছে।

বিয়ের প্রস্তুতির মাঝে আমিন একটু অপ্রতিভভাবে ঘুরে বেড়ায়।

বিয়ের অনুষ্ঠানের প্রতি প্রবল আপত্তি — কিন্তু জেসমিনের আগ্রহের জন্যে কিছু করতে পারছে না। জেসমিনের নাকি আবাল্য শখ, খুব ধুমধাম করে ওর বিয়ে হবে, বয়যাত্রী হৈ-চৈ করে পাগড়ি-পরা সুদর্শন সুপুরুষ এক বরকে এনে হাজির করবে। তারপর বিয়ের অনুষ্ঠান শেষে লাল শাড়ি পরে কাঁদতে কাঁদতে বরের পাশে বসে চলে যাবে। অন্য কেউ হলে আমিন এই সব মেয়েলী আবেগ সহ্য করত না, শুধু জেসমিন বলেই করছে।

বিয়ের আর তিন দিন মাত্র বাকি। জেসমিন আমিনকে বলে দিয়েছে বিয়ের আগে আর দেখা করা চলবে না। আমিনের সময় আর কাটতে চায় না। প্রথম দিন বাইরে ঘুরে ঘুরে কাটিয়েছে — আজ দুদিন হল সে তার ঘরে বসে। ঘর থেকে বের হয় না — চুপচাপ বিছানায় শুয়ে টেবিলে পা তুলে জানলা দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। শুয়ে শুয়ে তার হাজারটা কথা মনে হয় — হাজার রকম ভাবনা এসে হাজির হয়। মাঝে মাঝে কি অদ্ভুত এক বিষণ্নতা এসে ভর করে — সে নিজেও যা কোনদিন কল্পনা করেনি। সেই অদ্ভুত বিষণ্নতা ধীরে ধীরে তার বুকের কোণায় কোণায় কুয়াশার মত ছড়িয়ে পড়ে। তারপর চেতনাকে আচ্ছন্ন করে তোলে ওর মনপ্রাণ এক বিচিত্র হতাশায় —

BanglaBook.org

সকাল থেকেই টিপুকে খুব চিন্তান্বিত দেখাচ্ছিল — সে অন্তত একশ'বার আমিনের ঘরের সামনে দিয়ে হেঁটে গেছে। দুপুরে তাকে দেখা গেল ভীষণ অস্থির, যদিও প্রাণপণে সে তার অস্থিরতাকে ঢেকে শান্ত মুখে বিয়েবাড়ির হট্টগোলের মাঝে হেঁটে বেড়াচ্ছিল। অপরাহ্নের দিকে যখন কিছুক্ষণের জন্যে চারদিক নীরব হয়ে উঠল, টিপু থাকতে না পেরে আমিনের ঘরের দরজায় শব্দ করল। প্রথম দু'বার কোন উত্তর শোনা গেল না। তৃতীয়বার শব্দ করতেই আমিন বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞেস করল, কে?

আমি।

কি চাস? আমিনের রুক্ষ গলার স্বর শুনে টিপু একটু অধৈর্য হয়ে উঠে বলল, দরজা খোল দাদা, কাজ আছে।

কি কাজ?

জরুরী দাদা —

ডিস্টার্ব করসি না — পরে।

পরে না দাদা, এক্ষুণি —

ধোত্তুরি যত ঝামেলা! বললাম পরে, কানে যায় না কথা? ভাগ্ এখান থেকে।

টিপু অত্যন্ত অস্বস্তি নিয়ে ফিরে এল। বিয়েবাড়ি উপলক্ষে অজস্র মানুষ বাড়িতে। ঘুরে বেড়াচ্ছে, কথা বলছে, হাসছে, ব্যস্ততার ভান করছে — সবার মাঝে টিপু নিঃসঙ্গভাবে ঘুরে বেড়ায় — একটা অজানা অস্বস্তি আস্তে আস্তে তাকে বিষণ্ন করে তুলছিল। শেষ পর্যন্ত সে বাসা থেকে বেরিয়ে পড়ল। রাস্তায় খানিকক্ষণ হাঁটাহাঁটি করে একটা সিগারেট কিনে ধরায়। অভ্যাস নেই — দুই টান দিতেই ওর নাড়ি উল্টে আসতে চাইল। মুখের দুর্গন্ধ দূর করার জন্যে অনেক দোকান খুঁজে চুইংগাম কিনে সে চিবুতে থাকে।

ধীরে ধীরে সন্ধ্যা গাঢ় হয়ে আসে — বাতি জ্বলে উঠে চারদিকে — কি করবে ভেবে না পেয়ে সে বাসায় ফিরে আসতে থাকে। বাসার কাছাকাছি আসতেই ওর এক বন্ধুর সাথে দেখা। জোর করে তাকে ধরে নিয়ে গেল ঘণ্টাখানেকের কথা বলে।

বন্ধুটি বিশেষ কোন কারণে উত্তেজিত হয়েছিল — টিপুকে কিছুতেই ছাড়তে চাইল না। টিপুও এই ছেলেটিকে খুব পছন্দ করে। অন্য কোন দিন হলে নিঃসন্দেহে সময়টা উপভোগ করত। রাত আটটার দিকে ছেলেটার হঠাৎ বাতিক উঠল, নাইট শো'তে ছবি দেখবে। সময়টা নাইট শো'তে ছবি দেখার উপযোগী নয় এবং টিপুর বাসায় এত ঝামেলার মাঝে ছবি দেখতে যাওয়াটা অন্যায় বলে বিবেচনা করা হবে। এ ছাড়াও সে মোটেই ছবি দেখতে আগ্রহী নয় — মনটা মোটেই ভাল নেই। টিপু কিছুতেই রাজি হচ্ছিল না। ছেলেটাও কিছুতেই ছাড়বে না, টিপুকে বলল, কি হবে সিনেমা দেখলে?

বিয়েবাড়ি, কত হাজার ঝামেলা! এসব ছেড়ে আমি সিনেমা দেখতে যাব কেমন করে?

BanglaBook.org

বেশ — তোর বাসায় ফোন করে পারমিশান নিচ্ছি খালাম্মার কাছ থেকে।

ছেলেটা সত্যি সত্যি ফোন টেনে নিতেই টিপু বাধা দিল। ওর আম্মাকে বলে সত্যি সত্যি অনুমতি চেয়ে বসলে হাসির ব্যাপার হবে। আজীবন স্বাধীনভাবে মানুষ — কখনো রাত-বিরেতে সিনেমা দেখার জন্যে কৈফিয়ত দিতে হয়নি। বিয়ে উপলক্ষে সে কিছু করছে না সেটা কারো জানার বাকি নেই।

আসলে অন্য ব্যাপার আছে — টিপু কাতর স্বরে বলল, আরেকদিন দেখব।

কি ব্যাপার বুঝিয়ে বল, ছেড়ে দিচ্ছি। আমি এক কথার মানুষ।

কিন্তু টিপু কিছুই বলতে পারে না। আমিন সারাদিন ঘর থেকে বের হচ্ছে না, দরজা খুলছে না — তা নিয়ে ওর অস্বস্তি হচ্ছে এটা সে কিভাবে ওকে বোঝাবে? সবারই চিন্তা-ভাবনার নিজস্ব ধরন থাকে — অন্যদের সেটা বোঝানো যায় না। কাজেই টিপুকে সিনেমায় যেতে হল। অত্যন্ত স্থূল রুচির সিনেমা — দেখতে গিয়ে ওদের বমি হয়ে যেতে চাইছিল। তবু শেষ পর্যন্ত দেখল — সিনেমা দেখে আনন্দ পাওয়াটা উদ্দেশ্য ছিল না — সিনেমা দেখাটাই উদ্দেশ্য ছিল।

বাসায় ফিরে এসে টিপু দেখে, মোটামুটি সবাই শুয়ে পড়েছে। ওর আম্মা ব্যস্ত হয়ে ঘোরাঘুরি করছেন। ওকে দেখেই রেগে উঠলেন, এই যে এসেছেন লাট সাহেব। কই ছিলেন এতক্ষণ?

খোকনের সাথে দেখা — জোর করে সিনেমা দেখাতে নিয়ে গেল।

এবারে খেয়ে আমাকে উদ্ধার করেন। পেয়েছিস তো বাপের আমলের বাঁদী — যখন যে ভাবে খুশি খাটিয়ে নিবি —

টিপু গালিগালাজ গায়ে মাখল না। জিজ্ঞেস করল, দাদা খেয়েছে?

না — শরীর খারাপ, খাবে না, বলে পাঠিয়েছে।

টিপু দম বন্ধ করে জিজ্ঞেস করল, কি হয়েছে? জ্বর-টর?

জানি না। দরজাই খুলল না।

টিপু চমকে উঠল — তারপর আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করল, রাতে চা-টা খেয়েছে কিছু?

কিছু না। চা নিয়ে গিয়েছিলাম — ঘুমিয়ে পড়েছে।

টিপু কোন কথা না বলে উঠে দাঁড়াল। আম্মা জিজ্ঞেস করলেন, ও কি, কই যাস? খাবি না?

কথার উত্তর না দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত ও উপরে উঠে আসে, তারপর আমিনের ঘরের দরজা ধাক্কা দেয়, দাদা, দাদা, দরজা খোল দাদা —

আম্মা নিচ থেকে ডাকলেন, ও কি? ঘুমাচ্ছে তো, ডেকে তুলছিস কি জন্যে?

টিপু আম্মার কথা শুনতে পেল না। পাগলের মতো দরজায় লাথি দিতে লাগল। চিৎকার করে দু'-একবার ডাকল আমিনকে — তারপর প্রচণ্ড লাথি দিয়ে দরজার ছিটকিনি স্ক্রুসহ উপড়ে ফেলে দিয়ে দরজা খুলে ফেলল।

BanglaBook.org

প্রচণ্ড শব্দে সবার ঘুম ভেঙে গেছে। উদ্বিগ্ন মুখে সবাই সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে আসছিল — টিপু ততক্ষণে ঘরে ঢুকে গেছে। অন্ধকারে হাতড়ে সুইচটা বের করে ও চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল — আলো জ্বালবার সাহস নেই ওর। ঘরে সবাই ভিড় করে আসতেই ও সুইচ টিপে দিল — ঠিক সেই মুহূর্তে ও বুঝতে পারল, সব শেষ হয়ে গেছে, বিছানায় অস্বাভাবিক ভঙ্গিতে শুয়ে আছে আমিন। টেবিলে একটা কাগজ সোনারিলের খালি শিশিটা দিয়ে চাপা দেয়া। ইনসমনিয়া ছিল বলে ডাক্তার ওকে দিয়েছিল ঘুমানোর জন্যে। একটা করে খাবার নিয়ম। ও চুয়াল্লিশটা খেয়েছে। চুয়াল্লিশটাই ছিল শিশিতে।

আমিনের শীতল দেহটা শুধু শুধু নিয়ে যাচ্ছিল হাসপাতালে। এম্বুলেন্সের তীক্ষ্ণ সাইরেন অনেক দূর পর্যন্ত শোনা যাচ্ছিল — জেসমিনও শুয়ে থেকে শুনতে পেল। ভাবল, আহা! না জানি কে যাচ্ছে এম্বুলেন্সে, কি না জানি হয়েছে বেচারার! তারপর একটা ছোট দীর্ঘশ্বাস ফেলে পাশ ফিরে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

---

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG